# মতিয়া।

(নাট্যরঙ্গ)।

শ্রীমৃণাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা

২৩।১ নং নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, যীসস্ প্রেসে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

১৩০৬।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

# উপহার।

—*—

যাঁহার উদ্দেশ্যে ও আশা ভরসায়

এই ক্ষুদ্র

নাট্যরঙ্গ খানি রচিত

সেই

ক্ল্যাসিক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা

সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও শিক্ষক

অশেষ গুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের

করকমলে

ইহা সাদরে প্রদত্ত হইল।

ইতি।

আহীরীটোলা।<br>২১শে জুন ১৮৯৯। } গ্রন্থকার—

# নাট্য-রঙ্গোক্ত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রতাপসিংহ | ... | ... | অযোধ্যাধিপতি। |
| কিষণলাল | ... | ... | ঐ পুত্র। |
| বীরবল | ... | ... | ঐ ঐ বন্ধু। |
| চন্দ্রশেখর | ... | ... | ঐ মন্ত্রী। |
| মথুর | ... | ... | ঐ কর্ম্মচারী। |
| কাশীপ্রসাদ | ... | ... | জনৈক ব্রাহ্মণ। |
| জিতসিংহ | ... | ... | সিন্ধুরাজ। |
| রামদাস | ... | ... | ঐ মন্ত্রীপুত্র। |
| অম্বু ও জম্বু | ... | ... | গুজরাটস্থ গুণ্ডাদ্বয়। |

বন্ধুগণ, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, ভৃত্য, পুরোহিত প্রভৃতি।

---

## স্ত্রীগণ।

স্বপ্ন ও স্বপ্নসঙ্গিনীগণ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভবানী | ... | ... | সিন্ধুরাজ মহিষী। |
| মতিয়া | ... | ... | ঐ কন্যা। |
| অম্বিকা | ... | ... | ঐ কিঙ্করী। |
| চামেলী | ... | ... | (ছদ্মবেশে মতিয়া।) |
| নয়না | ... | ... | ( ঐ মথুর।) |

নর্ত্তকীগণ, সখীগণ প্রভৃতি।

# মতিয়া।

## ( নাট্যরঙ্গ )



## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বপ্ন সাম্রাজ্য।

( স্বপ্ন ও স্বপ্ন সঙ্গিনীগণের প্রবেশ। )

স্ব ও স্বঃ সগণ। গীত।

নিত্যি নূতন খেলায় মোরা সবে মাতুয়ারা।
কারেও হাসাই সুখে,
কারেও ভাসাই দুঃখে,
কারেও করি দিশে হারা॥
ভিখারীরে রাজা করি,
রাজারে দি মজুর গিরি ;
একি কম বাহাদুরী ?
আমরা সব পারি, আমরা সব পারি,
এস ঘুরি ফিরি নাচি হাসি সদা আমোদে বিভোরা॥

১ম স্ব-স। কি খেলা খেল্‌বি হাঁ বোন্‌ ?
বল্‌না শুনি তাই।
স্বপ্ন। প্রাণ কচ্ছে আই ঢাই ;
যে গরম।
কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পাছে
হচ্ছেনা বোন্‌ ঠিক্‌।
১য় স্ব-স। তোমার আবার ঠিক্‌ বেঠিক্‌ ?
যা ভাব তাই কর
কত বুদ্ধি ধর।
সেয়না হয় বোকা
তোমার আবার ভাবনা ?
২য় স্ব-স। তা ঠিক্‌ বোন্‌ তা ঠিক্‌
আমাদের হাত
কারুরইত ছাড়ান ছিড়েন নাই
কি ধনী, কি নির্ধনী,
কি রাজা, কি মুটে,
সবইত এক চেটে
যাই সবাই জুটে পুটে
ধরি আর মজা দেখি।
৪র্থ স্ব-স। ঠিক্‌ বোন্‌
ভাঙ্গিয়ে ঘুমের ঘোর
যেম্‌নি করি জোর
অম্‌নি গোলোক ধাঁদা।
স্বপ্ন। ঠিক্‌ হয়েছে বোন্‌

৫ম স্ব-স। কি ঠিক্ হ'ল।

স্বপ্ন। বাধবে মজা ভারী।
এম্‌নি কর্‌ব কারিগরি,
যে সবাই দেখ্‌বে অন্ধকার।

১ম স্ব-স। কি হবে বোন্ ?

স্বপ্ন। বল্‌ব কাণে কাণে
যা হবে শেষে দেখ্‌বে
এখন না, এখন না, এখন না,
আয় চলে চট্ করে।

সকলে। যাই ফিরে চ'চলে।

( স্বপ্ন-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান )

---

## পট পরিবর্ত্তন।

সান্ধ্য দৃশ্য।

স্বপ্ন। গীত।

ধীরে ধীরে দিনমণি যায়।
উঠে সোণার কিরণ গাছের মাথায় ভানুপানে চায়॥
সোহাগ ভরা বদন খানি
ফুলরাণী কমলিনী
বিষাদে লুকাইতে চায়।
ফুট্‌ছে তারাগুলি মিটি মিটি নীল আকাশের গায়॥

(প্রস্থান)।

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা।

## প্রমোদোদ্যান।

প্রতাপসিংহ, বন্ধুগণ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নঃ গণ। ফুলের সোহাগ মেখে গায়ে হেসে চলেছে সমীর
ছিল অলি আপন মনে হ'ল সে অধীর।
সুবাসে মাতুয়ারা প্রাণ,
রঙ্গে ফিরে পবন
দোলায় কুসুমে
করে তারে হতজ্ঞান;
চমকি মধুপ চায় কাঁপে থরথরি শরীর॥

বন্ধুগণ। বাঃ অতি চমৎকার, অতি চমৎকার।

প্রতা। (আলস্য পরিত্যাগ করিয়া) ইস্ একি রকম হল।

১ম বঃ। তাইত মহারাজ হ'ল।

২য় বঃ। হ'লইত নিশ্চয়ই হ'ল।

প্রতা। অন্য দিন গান শুন্‌লে কত আনন্দ বোধ হয়, নাচ্ দেখ্‌লে কত তৃপ্তি হয়। আজত তার কণামাত্রও বুঝতে পাচ্ছিনা। (আলস্য পরিত্যাগ)

৩য় বঃ। ঠিক্ কথা মহারাজ, কিছুমাত্র পাচ্ছিনা।

৪র্থ বঃ। আর তাও কি কখন বুঝতে পারা যায়?

প্রতা। (আলস্য পরিত্যাগ) আজ শরীরে যেন কিছুমাত্র সুখ নাই। ইস্ তাইত শরীর কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। এই ত সবে মাত্র সন্ধ্যে বল্লেই হয় এরই মধ্যে চোক যেন ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছে হাত পা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। (আলস্য ত্যাগ)

১ম বঃ। তাইত মহারাজ কি হ'ল মহারাজ। এমনটা মহারাজ কেন হ'ল, মহারাজ কিছুত বুঝতে পাচ্ছিনা, মহারাজ।

২য় বঃ। এক কাজ করুন্ দেখি মহারাজ, একবার শুয়ে পড়ে একটু খানি নিদ্রা দিন। আমি বিবেচনা কচ্ছি যে তা হলে হয়ত নিশ্চয়ই ওটা সেরে যেতে পারে, বোধ করি। কি বল হে, তোমাদের কি মত?

৪য় বঃ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বোধ হয়।

২র্থ বঃ। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই আপনি একটু নিদ্রা দিন মহারাজ, ঠিক্ সারবে।

৫ম বঃ। তা দিন, মহারাজ দিন।

৬ষ্ঠ বঃ। সার্‌তেই হবে, না সেরে যাবে কোথা?

প্রতা। (আলস্য ত্যাগ করণানন্তর) ভাল দেখি (শয়ন)।

১ম বঃ। তা দেখুন, মহারাজ।

২য় বঃ। বলি বাবা তোমরা আর কেন দাঁড়িয়ে মিছি মিছি—

১ম নঃ। আর থাক্ চেপে যান্ আর বল্‌তে হবেনা আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি সরে যাচ্ছি।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

১ম বঃ। আহাহা এক একটী যেন বুদ্ধির ঝুড়ি।

২য় বঃ। উঁহু চেঙারী।

৩য় বঃ। দুর ধামা।

৪র্থ বঃ। ধামা নয়, ধামা নয় বাজরা।

৫ম বঃ। তবু ভুল হল। বাজরা নয়, বজরা।

৬ষ্ঠ বঃ। তবে জাহাজ।

১ম বঃ। ওঃহ চুপ্ কর, চুপ্ কর, মহারাজের বুঝি নাক ডাক্‌ছে।

২য় বঃ। তাইত হে। সাবাস্ বাবা ঘুমকে। আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত ছট্ ফট্ করি, কত ওলট পালট করি, তবু নিদ্রা দেবী আস্‌তে চান্ না আর এ কিনা বাবা শুতে না শুতেই নাক ডাকাডাকি!

৩য় বঃ। বলি এত আর তুমি আমি নয়।

৪র্থ বঃ। যা বলেছ বাবা। সুখের শরীর, শুলেই ঘুম।

১ম বঃ। আরে চুপই করনা ছাই তোমাদের কবার করে বল্‌তে হবে বল দেখি ?

৫ম বঃ। ভায়া আগে আপনাকে সামলাও। আপনিই যে চেঁচিয়ে মাত করে দিচ্চ।

১ম বঃ। আঃ আবার কথা।

প্রতা। ( স্বপ্ন দেখিয়া ) ক্ষান্ত হও ছাড় মোরে।

১ম বঃ। শুন্‌লে শুন্‌লে মহারাজ বল্‌ছেন ক্ষান্ত হও অর্থাৎ চুপ্-কর।

৬ষ্ঠ বঃ। আরে তাতো শুনেছি আর শেষ কালে যে নেজুড় টুকু বল্লেন ছাড় মোরে।

১ম বঃ। অর্থাৎ চলে যাও।

২য় বঃ। কাকে বল্লেন ?

৩য় বঃ। তোমাকে।

৪র্থ বঃ। আরে নানা ঐ ভজহরিকে।

৫ম বঃ। হাঁ বটে আর কি ?

প্রতা। ( স্বপ্ন দেখিয়া ) ওহো ঘোর অবমান
সহ্য নাহি হয় প্রাণে
হও স্থির দেখিব বিক্রম।

১ম। তোমরা গোল কচ্চ; আর এত পড়েই রয়েছে, যে মহারাজের কথা না শুনে মহারাজকে অপমান করা হচ্চে।

প্রতা। ( বেগে উঠিয়া ) আরে মূঢ় পলাবি কোথায় ?
দেখি কেবা এবে রাখে তোরে !
এত বড় স্পর্দ্ধা তোর ?
( বেগে আসিয়া ১ম বন্ধুর হস্ত ধরিয়া )
আরে নরাধম কেবা এবে রাখে তোরে ?

১ম বঃ। ( সভয়ে ) মহারাজ দোহাই মহারাজ আমি নই মহারাজ ওরা ওরা মহারাজ! উহু হু হু কি টিপুনি মহারাজ। ওগো বাবাগো এইবার তোমার কুড়োরাম প্রাণে মল।

প্রতা। ওঃ ভ্রম ভ্রম।
আরে পশু ( দ্বিতীয়ের গ্রীবাধরিয়া )
কে বাঁচাবে এবে তোরে।

২য় বঃ। উহু হু হু মলুম মহারাজ গেছি মহারাজ, দয়া করুন্, এবারকার মত ক্ষমা করুন্ মহারাজ। পদ্মলোচন সংহার কর্ব্বেন না মহারাজ ছাড়ুন ছাড়ুন মলুম।

প্রতা। চিনিয়াছি তুই ই সিন্ধু অধীশ্বর।

৪র্থ বঃ । ওহে ভাই পালাও পালাও মহারাজের মাথা কি রকম গুলিয়ে গেছে আমিত পালাই ।

( প্রস্থান )

৩য় বঃ । সে কি মহারাজ আমি সিন্ধু টিন্ধু কোন কালে কাণেও শুনিনি মহারাজ ।

৫ম বঃ । ওহে গোবর গণেশ পালিয়ে চলনা দেখছ কি ?

( ৫ম ও ষষ্ঠের প্রস্থান )

প্রতা । অ্যাঁ তুমি গোবর ?

৩য় বঃ । আজ্ঞে দোহাই মহারাজের আমি যে কি তা ভুলে গেছি মহারাজ । আমাকে যাতে এযাত্রা বাঁচতে হয় আমি তাই মহারাজ ।

প্রতা । কোথা তবে পাপী দুরাচার ? ( ইতস্ততঃ পরিক্রমণ )

১ম বঃ । তাইত একি হ'ল ?

প্রতা । কোথা লুকাইল ।

২য় বঃ । কি মহারাজ অমন কচ্চেন কেন ?
( জনান্তিকে ) ভায়া দেখত আমার ঘাড়টা ঠিক আছে না ভেঙ্গে চুরে গেছে ?

প্রতাপ । অসহ্য অসহ্য মোর
শুন বিবরণ-
সবে মাত্র হয়েছি নিদ্রিত
নিদ্রা কোথা ?
স্বপ্নের বিকাশ ।
হেরিনু স্বপনে ।
ওহো অবমানে নাহি সরে বাণী ।

হেরিনু স্বপনে
জিতসিংহ সিন্ধু অধীশ্বরে।
মিষ্টালাপে তোষিল আমায় পাপী।
সহসা আরক্ত নেত্রে চেয়ে মোর পানে
কেশে ধরি উঠাইয়া মোরে
বক্ষে করে পদাঘাত!
ফেলি ধরাতলে
পুনঃ পুনঃ করে পদাঘাত!
অসহ্য অসহ্য এ অপমান
ক্ষুদ্র সিন্ধু রাজ
এত স্পর্দ্ধা তার?
কে আছ কোথায়
সিন্ধু বধে হও অগ্রসর
সবংশে নির্ব্বংশ কর তায়।

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

(৪র্থ পারিষদ সহ চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

শুন মন্ত্রি!
হেরেছি স্বপনে
সিন্ধু পতি পদাঘাত করে মোরে।
কি ছার জীবন, তবে মোর?
প্রের সৈন্য
সবংশে নাশহ সিন্ধু রাজে।
কালই প্রাতে হবে অভিযান
বল সৈন্যাধ্যক্ষে

দিব উপযুক্ত পুরস্কার তার
এ কার্য্যের তরে।
পাপী দুরাচার এত বড় স্পর্দ্ধা তার?
চন্দ্র। স্থির হন মহারাজ।
স্বপ্ন কভু সত্য নাহি হয়।
স্বপ্নে নর হেরে কত লীলা।
মূক নিপুণ সঙ্গীতে
অন্ধ দিব্য চক্ষে চায়,
খঞ্জ পদ পায়
ভিখারী সে ভুঞ্জে রাজ সুখ।
বৃথা চিন্তা বৃথা ভাবনায়
হেরে নর অলীক স্বপনে।
স্বপ্নে কোথা কে করে প্রত্যয়?
প্রতা। হয় হোক অলীক স্বপন।
ঘটুক সে অদ্ভুত ঘটনা।
মানব নিচয়
চিন্তাকুল প্রাণে
দেখুক সে দুঃখ-সুখ-ময়ী
স্বপন মুরতি।
করুক অঙ্কিত হৃদিমাঝে,
কল্পনার ছায়াময়ী ছবি।
কিন্তু এ স্বপ্নের
নিশ্চয় লইব প্রতিশোধ।
যাও, রাখ আজ্ঞা মন্ত্রীবর

নহে অপমানে,
নিদারুণ অপমানে
জীবন যাইবে মোর।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) স্বপ্নে মহারাজ বিকৃত মস্তিক হয়েছেন দেখছি।
হায়! হায়! কিদুর্ঘটনা যে ঘটবে কিছুই ত বুঝিতে পাচ্ছিনা।
যাই হ'ক কত দূর কি হয় দেখা যাক্

প্রতা। কি ভাবিছ কহ মন্ত্রীবর?
রাখ কথা মোর
অবিলম্বে করহ উপায় স্থির।
ওহো ধিক্ মোরে।
ধিক্ শত ধিক্ মহারাজ নামে তার;
পদাঘাত সহে যেই জন।

চন্দ্র। যথা আজ্ঞা করিব পালন।

প্রতা। কহ সৈন্যাধ্যক্ষে
কিম্বা সৈন্যাধ্যক্ষে নাহি প্রয়োজন
আদেশহ যুবরাজে
লইতে এ কার্য্য ভার।
উপযুক্ত তনয় কিষণ মম,
লইবে সে প্রতিশোধ।
সব সৈন্য হইবে প্রস্তুত
কালই প্রাতে,
কহিবে তনয়ে
কালই প্রাতে হবে অভিযান
রুদ্ধ করি রাজ ধানী

নাশি জিৎসিংহে
তবে যেন দেয় সমাচার
তবে তৃপ্ত হবে এ পরাণ
তবে নিভিবে এ রোষানল।

চন্দ্র। (স্বগতঃ) একমাত্র বুদ্ধিমান কনিষ্ঠ রাজ পুত্রকে নিয়ে রাজ্য চালান মাত্র। হে জগদীশ্বর! মহারাজকে সুমতি দিন আর আমায় এ যাত্রা রক্ষা করুন। বৃদ্ধ বয়সে যেন অরাজক রাজ্য না দেখতে হয়। সিন্ধুপতির নিকট লোক পাঠান কর্ত্তব্য বলে বোধ হয়। কি জানি চঞ্চল স্বভাব মহারাজ কিম্বা অবিমৃষ্যকারী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র একটা গোল বাধালেও বাধাতে পারেন। অ তোমামোদে মন সরল করতে বোধ হয় অধিক বিলম্ব হবেনা। কিন্তু পাঠাই কাকে। হয়েছে মথুরকে পাঠাতে হবে। মথুরের দ্বারা ঠিক কার্য্য সিদ্ধ হবে কিন্তু আরও একজন লোকের প্রয়োজন।
যাই দেখি কিসে কি হয়,
(প্রকাশ্যে) যাই তবে মহারাজ!
করিতে আদেশ সৈন্যগণে
যাই তবে কহিতে কুমারে
লইতে এ কার্য্য ভার।

প্রতা। যাও মন্ত্রী নাহি সহে ব্যাজ মোর।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



অযোধ্যা।



মথুরের বাটী

জগদম্বা আসীনা।

গীত।

জগ। মিন্সের মুখে ছাই।
ইচ্ছে করে ঝাঁটা মেরে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাই॥
রাজবাটীতে আনাগোনা
বাজে কাজে ষোল আনা
মরি দম্ ফেটে আকুটে
যায় চোটে—
যদি সোণাদানা চাই।

জগ। মিন্সে গেল কোথায়! (জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া) এইযে এখনও ঘুমুন হচ্ছে। বলি হাঁরে ও হতচ্ছাড়া মিন্সে, তোর রকম খানা কি বল্ দেখি? রাত্ হয়ে গেল যে, রাজবাড়ী থেকে এসে অবধি ত পড়েই আছিস্।

মথুরের প্রবেশ।

মথু। (চক্ষু রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে) চুপ্ কর জগদম্বা, চুপ্ কর, এখুনি সব গুলিয়ে যাবে।

জগ। গুলিয়ে যাবে কি?

মথু। আরে আমি জেগে জেগে বড় মজার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম্।

জগ। হ্যাঁ তবেত আমার মাথাই, কিন্‌ছিলি? সন্ধ্যা হল বাড়ী চল, কি খবর? না শুয়ে, শুয়ে, জেগে, জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম্। খালি ঠাট্টা তামাসা। কাজের কথায় অমনি চুপ্।

মথু। আঃ বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে, চেঁচিয়ে মাথাটা ধরিয়ে দিলে দেখ্‌ছি।

জগ। আমার কথায় আর মাথা ধরবেনা? তা এখন আমার মতির মালার কি কর্‌লি বল। আমি যদি তুই হতুম, আর তুই যদি আমি হতিস্ তা হলে দেখতিস্ রাজবাড়ী চাকরী করে তোকে মতি মুক্তোয় ছেয়ে ফেলতুম্। তা যাই হোক্, আমি কিন্তু ঠিক বল্‌ছি যে মতির মালা না পেলে আমার দম্ ফেটে যাবে।

মথু। (স্বগতঃ) আহা ভগবানের এমন সুমতি কি হবে, যে তোমার দম্ ফেটে যাবে। (প্রকাশ্যে রহস্য ভাবে,) আরে সেই কথাই ত বল্‌ছি, সেই ছাই মতির মালার স্বপ্নের কথাই ত বল্‌তে যাচ্ছিলুম্ তা তুই বুঝবিনি ত কি করব বল্।

জগ। কি বল্‌না।

মথু। তুই যেন মতির মালা গলায় দিয়ে বুঝ্‌লি?

জগ। হাঁ হাঁ বুঝ্‌লুম্, বল্‌না।

মথু। আমার হাত ধরে হড়্ হড়্ করে একটা মস্ত অজাগর বিজে- বনের ভেতর টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস্ এমন সময় বুঝ্‌লি কিনা। (বিকৃত মুখভঙ্গী প্রদর্শন।)

জগ। অমন করিস্‌নি ভয় হয়।

মথু। আমি যেন মরে ভূত হয়ে এই হাঁউ মাউ খাঁউ করে—

জগ। চুপ্ কর, চুপ্ কর, রাম রাম রাম রাম।

মথু। তোর ঘাড়টা মড়াৎ করে, না মটকে দিয়ে একটা গাছের ওপর উঠে বস্‌লুম্।

জগ। রাম রাম রাম। আমর, পোড়ারমুখো মিন্সে থাম্ আর ন্যাকাপোনা করতে হবেনা। রাম রাম রাম।

মথু। আরে তার শেষটা শোন্। আর না শুনিস্ নেই নেই তোরই আধ্ কপালে হবে আমার কি ?

জগ। তা হয়, হোক্‌গে, আমি শুন্‌ব না।

মথু। শোনই না ছাই। নীচে চেয়ে দেখি না একেবারে পালে পালে শকুনি, হাড়্‌গিল্লে এসে তোকে ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করেছে। আর এ পাশে ও পাশে কতক গুলো শেয়াল কুকুর বসে তোর দুঃখ না, দেখে, বুঝলি এই হেউ হেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লেগেছে।

জগ। তবে রে পোড়ারমুখো। আমার দুঃখ দেখে শেয়াল কুকুর হেউ ভেউ করে কাঁদে। দাঁড়া, কার দুঃখ দেখে কাঁদে একবার দেখে নেব। ঝেঁটায়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

মথু। তা তুমি সব পার মা লক্ষ্মী ঠাক্‌রোণ্।

জগ। আরে ম'ল বলে কি গো অ্যাঁ ভীমরথী হয়েছে নাকি মিন্‌সের! মা বলে যে গো! অ্যাঁ তুইকি 'আমার ছেলে না কিরে হতভাগা! তোকে কি আমি পেটে ধরেছি, না কিরে হত ভাগা ?

মথু। খুড়ী খুড়ী ভুল হয়েছে। হ্যা দ্যাখ বাপু এই তোমার মত এমনিটী যাঁর যাঁর ঘর অন্ধকার করে আছে, তাঁর তাঁরই

ভীমরথী হয়েছে। আর ভিটে মাটী তা—ঘুঘু চর্‌তেই হবে।

জগ। বলি এত লম্বা চওড়া কথা বাত্তারা আজ বেরোচ্চে কেন বল দেখি? রাজবাড়ীতে যাস্ বলে মনে গরম্ হয়েছে বুঝি? রাজার সঙ্গে বেড়াতে পাস্ বলে বুঝি? ওরে আমার রাজবাড়ী যাওয়া, ওরে আমার রাজা! আমি কি কাকেও ভয় করি নাকি?

মথু। আহাহাহা ভয়! অমন কথা মনে কর্‌তে আছে! আরে বাপ্‌রে ভয়! ভয় তোমায় দেখ্‌লে ভয়ে পালায়, তোমার আবার ভয়? তুমি যমকে ভয় করনা, নরককে ভয় কর না, তার আবার রাজা ত কোন ছার!

জগ। দ্যাখ্ তুই যদি অমন করিস্ ত সত্যি করে বল্‌ছি আমার যে খানে দু চোক্ যায়, সেখানে চলে যাব।

মথু। আমিও মাইরি বলছি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, তাহলে সিকে পাঁচেকের কাঁচা পাকা সিন্নি করে পাড়া শুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে ফেলবো। দেখ, মোদ্দা বরাবর যমের বাড়ী অবধি গিয়ে একটু হাঁফ ছেড়ো, বুঝ্‌লে?

জগ। ন্যাকাপোনা ষোল আনা। তুই আমায় কি সুখে রেখে-ছিস্ বল্ দিকি? এক খানা গহনা নেই যে, পাঁচজন লোকের কাছে বেরুই।

মথু। কিছুনা, কিছুনা, রাম, ও কথা কি মনে কর্‌তে আছে এই মাথার সিঁথি ঝাপটা থেকে কানের মাকড়ী, কান, কানবালা চৌদানী থেকে গলার চিক থেকে সুরু করে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত যেখানকার যা আমার পিণ্ডি তোর শ্রাদ্ধ সবই দিয়েছি। এতেওকি মানুষের মনখুসী থাকে

গা০? রাজ মহিষীর মতির মালা আছে সেই রকম এক-গাছা চাই। বলি বুঝ্‌লে? রসো বাপু। একটু সবুর কর চুরি বিদ্যেটা একটু কস্ত করে নি। তার পর ঠিক্ তোমায় সে গাছ্‌টা বাগিয়ে দেব।

জগ। তা যা বোঝ তাই কর। আর দেখ ভাল কথা মনে পড়েছে। রাজাদের বিশ মহুলে বাড়ী। তা আমার, না হয়, একখানা চোদ্দ মহুলে গোছের বাড়ী করে দাও।

মথু। তা হবে, তা হবে। তবে দেখ্‌ছি চুরিতে সান্‌ছেনা ডাকাতিটাও না শিখ্‌লে নয়।

জগ। আর দেখ বেশী নয়। এই গোটা কুড়িক চাকর চাকরাণী।

মথু। (স্বগতঃ) আর তোমার গুষ্ঠীর মাথা গোটাকতক; (প্রকাশ্যে) আর কিছু লাঠী খেলা খুন্ টুন্ এ গুলো শেখ্‌বার যদি কিছু দরকার থাকেত এই বেলা বলে ফেল। একশ বার ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌লে চলবে না, সব একসঙ্গে ঠিক্ করে দেব।

জগ। আর কিছু চাইনা।

মথু। সে ভাল কথা, তবে যে গুলো আগে ফরমাস্ কল্লে সেই গুলো হোক্, তার পরে দেখা যাবে।

গীত।

মথু। মনের মত যেমন তুই আমার।
তেমনি যদি হয়রে সবার তবেই ধরা অন্ধকার॥

জগ। চোঁগান্‌নিক চুপ করে থাক্ মিছে কেন দিস্ জ্বালা;
মনে থাকে যেন ভুলিস্‌নিক, মতির মালা;

মথু। আরে বাপ্‌রে শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা

উভয়ে। যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব গোল যদি করিস্ এবার॥

নেপথ্যে। মথুর বাবু, মথুর বাবু, বাড়ী আছেন কি ?

মথু। তাইত, কে আবার ডাকে। যাও জগদম্বা তুমি একবার ঘরের ভেতর যাও। দেখি কে ডাকে।

(জগদম্বার প্রস্থান)

নেপথ্যে। আছেন কি ?

মথু। আছি, আছি, কেও ?

নেপথ্যে। আজ্ঞে, আমি নকড়ী।

মথু। এস হে, নকড়ী, এদিকে এস।

(নকড়ীর প্রবেশ)

(হাস্য করিয়া) তুমি—তুমি ডাক্‌ছেলে ? আমি মনে করিছি কোন্ শালা আবার জ্বালাতে এসেছে। তুমি, তা, কি খবর, নকড়ী !

নক। আজ্ঞে খবর বড্ড খারাপ। হঠাৎ মহারাজ এই মাত্র এক রকম, কি রকম, কি রকম, হয়ে গেছেন। সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয় চুপি চুপি আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিলেন; বলে দিলেন, যেন কিছু মাত্র দেরী না করে তাঁর বাড়ীর পেছন দিকটায় আপনার যাওয়া হয়। বিশেষ দরকার, কোন দেরী টেরী না হয়।

মথু। বটে ?

নক। আজ্ঞে হাঁ, বটে মশাই বটে, আপনি এখনি যান মশাই। আর দেখবেন কেউ যেন না কিছু জান্‌তে পারে।

মথু। আর যদি কেউ জান্‌তে পারে ?

নক। তা হ'লে আমার গর্দ্দান যাবে।

মথু। তবে আমি এখুনি সকলকে বলে দিইগে যে, নকড়ী আমায় চুপি চুপি ডাক্‌তে এয়েছে। চেঁচাই, কি বল, চেঁচাই।

নক। দোহাই মশাই, সে কি মশাই?

মথু। ওহে, না হে, না, তুমি যাও মন্ত্রী মশাইকে বলগে, যে আমি গেলুম্ বলে।

নক। যে আজ্ঞে, আমি তাঁকে বলিগে, যে তিনি বলে দিলেন "আমি গেলুম্ বলে"।

(প্রস্থান)

মথু। যাই, কি ব্যাপার, একবার দেখিগে। যদি বরাতে কিছু লেগে যায় দেখা যাক্। গিন্নি ও গিন্নি!

(জগদম্বার প্রবেশ)

জগ। কি কি?

মথু। সত্যি সত্যিই বুঝি তোমার মতির মালার যোগার হল দেখ্‌ছি!

জগ। তা তুমি আমার—(হাস্য)

মথু। কিছু খাইগে চল। আজ কিছু পেয়ে যাব বোধ করি এখনি আমায় বেরুতে হবে।

জগ। চল চল এস এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

---

অযোধ্যা।

## মন্ত্রীর বাটীর পশ্চাদ্ভাগ।

কাশীপ্রসাদ দণ্ডায়মান।

কাশী। তাইত, মন্ত্রীমশাই ত চুপি চুপি আমায় ঠিক্ এই ঠিকা-

নাতে আস্‌তেই বলে দিলেন। বল্লেন, আমি যাচ্চি, আপনি যান, বিশেষ প্রয়োজন, ভারি তাড়া। তার পর ত কতক্ষণই হয়ে গেল কিন্তু তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নেই। কি জানি কি মত্‌লব বাবা! গরীব ব্রাহ্মণের উপর কি জুলুম্‌ চালাবেন কে জানে বাবা। এই যে, কে আস্‌ছে, মন্ত্রী মশাই বোধ করি। আরে বাপ্‌রে, এযে মথুরের মত দেখ্‌ছি। বাবা একটু সাম্‌লে সুমলে দাঁড়াই। মথুর ভারি চালাক লোক। কথা টথা কইব না, মন্ত্রী মশাই বলে দিয়েছেন কারুকে কিছু বলোনা। শেষ কালে কি, বাবা, পেটের কথা বের করে প্রাণে মারা যাব।

( মথুরের প্রবেশ )

মথু। ( স্বগতঃ ) একে কাশীঠাকুরের মত দেখ্‌ছি না। বামুন চুপ্‌টী করে, কি মত্‌লবে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাইত মন্ত্রী মশাই চুপি চুপি আস্‌তে বলেছেন এনুম্‌ ত ঠিক কিন্তু একি? ঠাকুর কি গোয়েন্দাগিরি কত্তে এল নাকি? না, তা নয়, তা হ'লে আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাক্‌তো। তবে এ, কি মতলবে দাঁড়িয়ে আছে। হয় ত, মন্ত্রী মশাই পাঠিয়ে থাকবেন। যাই হোক বাবা প্রথমে ত কিছু ভাঙ্গছি না। দেখি জিজ্ঞেস্‌ করে। ( প্রকাশ্যে ) ঠাকুর মশাই প্রণাম হই বলি এমন সময় এস্থানে এরকম ভাবে, কি উদ্দেশ্যে ?

কাশী। ( স্বগতঃ ) এইরে, সেরেছে দেখছি।

মথু। একি ঠাকুর মশাই অমন চুপটি করে দাঁড়িয়ে কেন, কথা কইছেন না, নড়ছেন না, চড়ছেন না, ব্যাপার কি বলুন দেখি ?

কাশী। ( স্বগতঃ ) সর্ব্বনাশ। বলে ফেল্লুম্ দেখছি।

মথু। হুঁ হুঁ মনে করেছেন বুঝি, বুঝ্‌তে পারিনি। পেরেছি বুঝ্‌লেন, নাই বা বল্লেন, আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেছি। যে জন্যে এয়েছেন তা আমি জান্‌তে পেরেছি।

কাশী। ( স্বগতঃ ) ইস্ আমি জানি, মথুর ভারি চালাক। আজ প্রাণটা গেছে; তবু কথা কইচিনা।

মথু। আমি এই চল্লুম্ রাজবাড়ীতে বলে দিচ্ছি গিয়ে।

কাশী। দোহাই বাবা মথুর, আমি কোথাও যাবনা বাবা, আমায় কেউ ডাকেনি বাবা, বুঝ্‌লে, আমি বাবা আপনার ইচ্ছায় এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্বঃখের চিন্তা কচ্ছিলুম্।

মথু। তা বুঝেছি এখন বল্‌ব কিনা তাই বলুন।

কাশী কি বল্‌বে বাবা, আমিত কিছুমাত্র জানিনি বাবা, দোহাই বল্‌ছি, তোমার মন্ত্রী মশাই আমায় আস্‌তে বলেননি।

মথু। ( সহাস্যে) এইত, ঠাকুর মশাই, কথাটা চেপে রাখ্‌তে পাল্লেন না, যাই হোক্, আমি তাই রক্ষে, কিন্তু যদি অন্য কেউ হ'ত তা হলে কি বিভ্রাট ঘট্‌তো বলুন দেখি?

কাশী। ওহে মথুর, তুমি যে জান্‌তে পেরেছ তা আমি জানি। তা নইলে আমি কি তেমন ছেলে, যে এ কথাটা ফট্ করে প্রকাশ করে ফেলি।

মথু। আর থাক্ ঠাকুর মশাই। যা হোক্ ভগবান আছেন, আমার বদলে যে আর কেউ এসে আলাপ করেনি, এটা বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

কাশী। তা মথুর, তুমি এখন কতদূর যাবে?

মথু। আজ্ঞে, আপনি কতদূর যাবেন, আগে বলুন?

কাশী। আমি এই অবধিই।

মথু। আমিও তাই।

( স্বগতঃ ) কিছু ভাঙ্গছিনা, বাবা, দেখাই যাক্ না। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর মশাই, একদম্ চুপ করুণ পুরোহিত মশাই আস্‌ছেন্ ; সাবধান।

কাশী। রাম! আবার! আমি আর কথা বার্ত্তা কইছি না।

মথু। সে কথা ভাল।

(পুরোহিতের প্রবেশ ও প্রস্থানোদ্যোগ)।

মথু। বলি ঠাকুর মশাই, ও ঠাকুর মশাই,

পুরো। কেরে ব্যাটা বেল্লিক, ( ফিরিয়া ) দেখ্ মথ্‌রো তোর বড় বাড় হয়েছে। তুই আমায় পেছু ডাক্‌লি কেন বল দেখি ? তোর কিছু মাত্র জ্ঞান নেই ?

মথু। বলি অমন লম্বা লম্বা ঠেঙ্ ফেলে ফেলে ঘাড় গুঁজে গোঁ-ভরে আপনার কোন্ স্থানে গমন হচ্ছে ?

পুরো। তোর শ্রাদ্ধ কত্তে যাওয়া হচ্ছে, হতভাগা বেটা কোথাকার, বুঝ্‌তে পেরেছিস্

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মথু। আহাহা, যেন এক পস্‌লা মধুবৃষ্টি হয়ে গেল। দেখুন ঠাকুর মশাই আপনার মুখখানি ঠিক যেন আমার গিন্নীর মুখের মতন।

পুরো। তোর বাবার গিন্নীর মতন রে শালা, তোর চোদ্দ পুরুষের গিন্নীর মতন। ঠ্যাটা ব্যাটা কোথাকার, ব্যাটার কথা শুন্‌লে অষ্টাঙ্গ জ্বলে যায়। ব্যাটার সব সময়ে ফষ্টি নাষ্টী তামাসা বট্‌কেরা। সময় অসময় নেই, পাত্রা

পাত্র নেই, ভেদাভেদ নেই, বেটার খালি রঙ্গ রহস্য। আমি যে তোর বাবার বয়েসি রে শালা, আমি যে তোর ঠাকুর দাদার বয়িসি।

মথু। তা বেশ, তা বেশ, এবার থেকে ঠাকুর মশাই না বলে ঠাকুদ্দা মশাই বলে ডাক্‌ব, কেমন? আর রহস্যটা কিছু কম্ সম্ করে করব কি বলেন?

পুরো। বলি তোর মাথা আর মুণ্ড।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মথু। ঠাকুদ্দা মশাই, দাঁড়ানই না, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল, একটা পাওনা থোওনার কথা ছিল। তা আর দেখছি বলা হলনা।

পুরো। (ফিরিয়া) কি কথা বাবা, কি কথা বাবা? বলত বলত, কি বল্‌ছিলে, তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তা আমার ঢের দিন জানা আছে।

মথু। বল্‌ছিলুম্ কি, না আজ্ঞে আর বল্‌ব না। আপনার যে তাড়া তা কি করব বলুন।

পুরো। ওহে বাপু, না হে না, ও তাড়ার কথা ছেড়ে দাও। কি জান বাবা, আমরা বামুন পণ্ডিত মানুষ, আমাদের বড় ঝঞ্ঝুটে কাজ। তাতে বিশেষ আর একটা কথা শুনে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। শুনলেম, মহারাজের আজ হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করেছে। হঠাৎ তিনি উন্মাদের মতন হয়েছেন। সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছি কারণ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। শান্তি স্বস্ত্যয়নে, ও সব সেরে যায়। তা কি বল্‌ছিলে বাবা, পাওনা থোওনার কথাটা।

মথু। বল্‌ব বল্‌ব, না থাক্‌।

পূরো। না বাবা, বুড়ো মানুষ আমি, আমার মনে ধোঁকা দেওয়া কি তোমার উচিত বাবা ?

মথু। আজ্ঞে বল্‌তে পারি, যদি আপনি আমার কথার জবাব দেন।

পূরো। কি বল।

মথু। এই কথাটা হচ্ছে কি, যে, আপনি যখন বাড়ীতে বসে থাকেন তখন ঠান্‌দি আপনাকে কি বলে ডাকেন।

পূরো। বাবা বলে ডাকে, তোর গুষ্টির মাথা বলে ডাকে, হারামজাদা বেটা কোথাকার।

(প্রস্থানোদ্যত)।

মথু। ঠাকুদ্দা মশাই দাঁড়ান না।

পূরো। (বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া) 'ঠাকুদ্দা মশাই দাঁড়ান না'; ইচ্ছা করে বেটাকে আচ্ছা করে খড়ম পেটা করে দি।

( প্রস্থান )।

কাশী। ওহে মথুর মন্ত্রী মশাই আস্‌ছেন দেখ বাবা, আমার কথা কিছু যেন বলনা।

মথু। আরে রাম, রাম, একি আবার একটা কথা হ'ল, আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। মোদ্দা এ রকম অসামাল আর হবেন না ত ?

কাশী। আরে মহাভারত, মহাভারত, ওটা তোমায় রহস্য কচ্ছিলুম্‌

মথু। বটে !

কাশী। না, হে না, আর বটাবটিতে কাজে নেই। আর ও রকম কিছুতেই হবেনা।

মথু। ভয় টয়!

কাশী। কোন্ বেটাকে ভয়? কোন্ শালাকে ভয়?

মথু। আচ্ছা তবে চেপে যান।

(চন্দ্র শেখরের প্রবেশ)।

চন্দ্র। আপনাদের একটা বিশেষ কাজের জন্য আমি আস্‌তে বলেছি। মহারাজ সহসা রাজা জিতসিংহের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রাণনাশের জন্য উদ্যোগ কচ্ছেন। কিন্তু একজন নির্দ্দোষী রাজার প্রাণ নষ্ট হ'লে রাজ্যের অমঙ্গল হতে পারে। সেই জন্য আপনাদের সিন্ধুদেশে পাঠাব মনে কচ্ছি। দুটী খুব উৎকৃষ্ট ঘোড়া আন্‌তে বলেছি। যত শীঘ্র সম্ভব সিন্ধু দেশে যাওয়া চাই আর এই পত্র খানি সিন্ধুরাজের হস্তে দেওয়া চাই। ধরুণ পত্র নিন্, আর এই পাথেয় নিন্। (মোহর প্রদান)। খুব সাবধান, যেন রাজা জিতসিংহের হস্তগত হয়। কার্য্যশেষে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

উভয়ে। যে আজ্ঞা।

মথু। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রইল। আপনার কথার অন্যথা হবেনা।

চন্দ্র। তবে আসুন ঐ ওদিকে ঘোড়া এনেছে; (স্বগতঃ) দেখা যাক্ ভগবান্ কি করেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তারপর তাঁর ইচ্ছা, যা হবার তাই হবে।

মথু। তবে আসুন।

কাশী। চল।

(সকলের প্রস্থান)।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুদেশ।

উপবন।

মতিয়া আসীনা।

গীত।

মতিয়া। হেসে দেখা দিয়ে কেন সে লুকায়।
মন প্রাণ দিয়েছি যে তায়॥
মুদি আঁখি হেরি তারে,
এ হৃদয় চায় যারে,
সে রূপে সরম টুটে যায়,
মোহন মাধুরী বুঝি আমারে মজায়।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! দু দুবার স্বপ্ন দেখ্‌লুম, কোন তফাৎ নাই, ঠিক্ এক রকম! দেখলুম যেন কোন্ দেশের রাজার ছেলে আমাদের দেশ লুট কর্ত্তে এসেছেন। আমি যেন তাঁকে বাধা দিতে গেছি হঠাৎ তিনি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমায় বিবাহ কল্লেন। স্বপ্ন ও কি, কথন সত্য হয়! না, না, কথন হয় না। কিন্তু শুনেছি সকালের স্বপ্ন সত্য হয়। আজ সকালে যে স্বপ্ন দেখেছি, যে স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুম্ ভেঙ্গেছে, দিনের বেলায় ঘুমুতে ঘুমুতে ও সেই স্বপ্ন।

তবে কি স্বপ্ন সত্য হবে; মন্ত্রীপুত্র আমায় ভাল বাসে, আমার রূপে পাগল, আমায় বিবাহ কর্ত্তে চায় কিন্তু আমিত তার রূপে মুগ্ধ নই। আমি এই স্বপ্নের মূর্ত্তিকে প্রাণ মন দিয়েছি। সুন্দর, কে তুমি? তুমি কি আমার হবে? তুমি যেই হও, তুমি আমার। আমি তোমায় আপনার বলে জেনেছি। যদি আমাকে তুমি আপনার বলে জান্‌তে পেরে থাক ভালই, যদি না পেরে থাক তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু মতিয়া তোমাকে মতিয়ার বলে জেনেছে, সে তার প্রাণ মন তোমায় দিয়েছে, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা টুকু তোমার ও মোহন প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করেছে। এ জনমে আর কাকেও সে প্রাণ দেবেনা। রাজার এক মাত্র মেয়ে আমি, আদরের মেয়ে আমি, তোমার জন্য, তোমায় পাবার আশায়, সে সুখ, সে আদর, সে যত্ন, ভুলে যাব, দেশে দেশে ঘুরবো। স্ত্রীলোক যা না পারে আশায় বুক বেঁধে তা করব। যদি তুমি জীবিত প্রতিমূর্ত্তি হও, তা হ'লে নিশ্চয়ই জেন, তোমায় একবারের জন্য দেখেও, আপনাকে সুখী মনে করব, আর যদি কল্পনার ছায়া হও, তা হ'লে কল্পনায় মিশে, মিশে, সুধু তোমার রূপ দেখ্‌ব। আর কারুর রূপে তৃপ্ত হ'বনা। আঃ সরে যাই, আবার সখীরা আসছে।

(অন্তরালে অবস্থান)।

(সখীগণের প্রবেশ)।

সখীগণ। গীত।

ভেসে সরোবরে শশী করে খেলা।
ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, নেচে চলে যেন চাঁদের মেলা।
শত শত চাঁদ, যেন লো সই,
তাই কি হোথায় হেরলো অই,
হাসি ভরা মুখে সুখে ভাসেলো হেলা।

১ম স। কই ভাই, সই কই?

২য় স। তাইত, সই কোথা গেল বল দেখি?

৩য় স। এখানে নিশ্চয়ই আসেনি, এলে কি আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তো? তবে যদি তামাসা করে লুকিয়ে থাকে সে আলাদা কথা।

৪র্থ স। দেখ ভাই, আমার বোধ হয় আজ আমাদের সয়ের কি হয়েছে। আমি সারা দিন নজর রেখেছি, দেখেছি সে যেন কাছ ছাড়া হয়ে সরে সরে থাক্‌তে চায়।

৫ম স। ওমা ঐ না সই গাছের আড়ালে চুপ্‌টী করে বসে আছে?

৬ষ্ঠ স। হ্যাঁত লো। (বৃক্ষের নিকট যাইয়া) সই সই এখানে চুপ্‌টী করে যে?

মতি। (বাহিরে আসিয়া) ভাই আমিও সরোবরে চাঁদের খেলা দেখ্‌ছিলুম্, আর ভাব্‌ছিলুম্ ঐ যে চাঁদ আকাশের কোলে ভেসে ভেসে কুমুদিনীর দিকে চেয়ে, হেসে হেসে খেলা কচ্চে, যদি মেঘ এসে ওকে ঢেকে দেয় তা হ'লে ওদের কি দুর্দ্দশা হবে?

১ম স। হঠাৎ এতবড় ভাবনা! তবে দেখছি কারণ না হয়ে আর যায় না। হ্যাঁ সই, আমরাও ভাব্‌ছিলুম্ যেদিন তোমার বিয়ে হবে সে দিন থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কিনা।

মতি। যাও ভাই, তামাসা কর কেন?

২য়। না, লো না, তামাসা টামাসা ক'রনা। না, না, সই তুমি ভাব চাঁদ কেমন দেখতে, কখন মেঘ উঠবে ভাব, আমরা কিছু বলব না।

মতি। সে কি ভাই, রাগ কর কেন? এস সকলে মিলে ফুল তুলিগে মালা গেঁথে পরিগে।

সকলে। গীত।

হেসে চাঁদ ঢাল্‌ছে সুধা ভেসে ভেসে গগনে।
হাসি দেখে হাসি মেখে চায় চাঁদিনী,
হেসে হেসে চাঁদের পানে।
আয়লো সজনী ভরি ডালি
সযতনে ফোটা ফুল তুলি
হের কুমুদী আমোদিনী হেরে চাঁদে আড় নয়নে॥

(সকলের প্রস্থান)।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০—

সিন্ধুরাজ্য

কক্ষ।

জিতসিংহ ও ভবানী আসীন।

(প্রহরীর প্রবেশ)।

প্রহ। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ, দুজন অপরিচিত লোক কাল বিলম্ব না করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চান। এক্ষণে আপনার যা অভিমত এবং আদেশ হয়, তাই পালন করি।

জিত। কাল বিলম্ব না করে সাক্ষাৎ কত্তে অভিলাষী? কোথা হতে তাঁরা এসেছেন?

প্রহ। আজ্ঞে মহারাজ সে কথা আমি বল্‌তে পাচ্ছিনা কারণ তাঁরা সে কথা আমাদের কাছে প্রকাশ কত্তে চান না।

জিত। আচ্ছা এইখানেই নিয়ে এস।

প্রহরী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

জিত। কি বোধ হয়, মহিষী?

ভবা। বোধ হয় কোন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটবে।

জিত। আমারও তাই বোধ হয়। কারণ এমন সময় গুপ্তভাবে কাল বিলম্ব না করে সাক্ষাৎ কর্‌তে চাওয়া একটা বিস্ময় জনক কার্য্য ভিন্ন আর কি হতে পারে?

ভবা। কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোন বিপদ জনক সংবাদ যেন না হয়।

(প্রহরী সহ মথুর ও কাশীপ্রসাদের প্রবেশ)।

জিত। কে আপনারা? কোথা হ'তে আস্‌ছেন?

মথু। আজ্ঞে আমরা মহারাজ প্রতাপ সিংহের কিঙ্কর এবং অযোধ্যা থেকেই আপনার কাছে আস্‌ছি।

জিত। এরূপ গুপ্তভাবে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি?

মথু। আজ্ঞে রাজমন্ত্রী চন্দ্রশেখর আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই পত্রেই লিখিত আছে। (পত্র প্রদান) এই নিন্ শীঘ্র পড়ুন।

জিত। (পত্র পাঠান্তে) কি সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ! ঘটনাকি সত্য! অ্যাঁ!

মথু। ঘটনা সত্য। মহারাজ সত্যই সৈন্য সমাবেশ করিয়ে যুব-রাজ কিষণলালকে অধ্যক্ষ করে পাঠাবার উদ্যোগ করেছেন।

কাশী। আমাদের আরও অগ্রে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু

পথে আমাদের ঘোড়া দুটী একটা খাদে পড়ে আহত হওয়ায় বিলম্ব হয়ে গেছে। যা হোক আপনি শীঘ্র কোন উপায় স্থির করুন্।

মথু। পাছে আপনি মিথ্যা বোধ করেন সেই জন্য তিনি এই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়েছেন।

জিত। একি কাণ্ড! ভগবান্, নির্দ্দোষীর কি এই দণ্ড! প্রহরী যাও এঁদের মন্ত্রণাগারে নিয়ে যাও, মন্ত্রীকে সংবাদ দাও।

(প্রহরীসহ মথুর ও কাশীপ্রসাদের প্রস্থান)।

ভবা। মহারাজ! কি পত্র এসেছে মহারাজ?

জিত। পত্র। সুন্দর, পত্র। অতি সুন্দর, সিন্ধুরাজবংশ চিরকাল যাতে এক সঙ্গে থাক্‌তে পারে তারই পত্র।

(বেগে জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)।

জিত। কি সংবাদ প্রহরী বল, শীঘ্র বল, উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

প্রহ। মহারাজ, দলে দলে সৈন্য আস্‌ছে। অত্যন্ত দূর হতে দেখেছি। জানিনা তারা কি উদ্দেশ্যে আস্‌ছে, ভয়ে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

(মতিয়ার প্রবেশ)।

জিত। শুভ সংবাদ। যাও প্রহরী সৈন্যাধ্যক্ষকে বল সমস্ত সৈন্য যেন এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। সৈন্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করগে, যে, আমার জন্য আজ তারা প্রাণ দিতে চায় কি না? যাও, যাও, যুদ্ধে প্রাণ দেব। যাও, এখনি যাও, কি দেখ্‌ছ! (মতিয়ার প্রতি) মা মতিয়া, তুমি এখানে কেন মা, যাও এখান থেকে চলে যাও।

মতি। কি হয়েছে বাবা? আপনি অমন কচ্ছেন কেন বাবা? আপনার ভাব দেখে ভয় হচ্চে।

জিত। না মা, তোমার শুনে এখন কিছু মাত্র আবশ্যক নাই।

মতি। আপনি নাই বলুন বাবা আমি যেন কতক কতক বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আপনি সৈন্য সমাবেশের আদেশ কর্‌বেন না। আমি এক সুন্দর স্বপ্ন দেখেচি। সেই স্বপ্ন বোধ হয় সত্য হবে। কিম্বা আপনি সৈন্য সমাবেশ করুন। কেবল একবার মাত্র আমায় অনুমতি দিন যেন আমি আজ বাহিরে যেতে পারি।

জিত। তুমি যা ভাল বোধ কর তাই কর মা মতিয়া; তোমায় আমি এখন কোন কথা বলবনা, চল প্রহরী।

(উভয়ের প্রস্থান)।

ভবা। হ্যাঁ মা মতিয়া, এ আবার তোমার কি কথা মা?

মতি। ক্ষমা কর মা তুমি আমায় বাধা দিও না।

ভবা। তবে কি সত্যই তুমি যাবে? তবে দাঁড়াও আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)।

মতি। স্বপ্ন, যদি এতদূর সত্য হয়েছ, তবে সমস্ত অংশ পরিপূর্ণ কর, দোহাই তোমার, বড় আশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, দোহাই স্বপ্ন সত্য হও।

গীত।

কে জানে কেন যে মন হলরে এমন।
সুখে ভাসে বুক, কেন নাচে বাঁ নয়ন?
কি পাব, হৃদয়ে ভাবি
দেখি কত শত ছবি,
কি আশে ভেসেছি আমি কি সাধে মগন॥

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

কিষণলাল ও বীরবল আসীন।

কিষণলাল। নগরের চারিধারেই সৈন্য রাখা হয়েছে, আমি বোধ করি নগরের ভিতর হতে একটা সামান্য কীট পর্য্যন্ত বাহিরে যেতে পার্‌বেনা, কি বল বীরবল?

বীর। তার আর সন্দেহ কি? এ রকম নগর অবরোধ কখন দেখা যায় না।

কিষণ। কিন্তু সে যা হোক্ সিন্ধুরাজের অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে।

বীর। তা হবে না? এ রকম ভাবে সবংশে একেবারে মারা যাবে একি আর তাঁর ধারণায় ছিল, না কোন লোকের ধারণায় থাক্‌তে পারে।

কিষণ। (সহাস্যে) ওহে, না, হে না, তা বলিনা, অদৃষ্ট ভাল কেন বল্‌ছিলুম্, না তিনি আগে হ'তে এ সংবাদ পেয়েছিলেন বলে, না হলে কি আর এতক্ষণ রক্ষা থাকৃত।

বীর। আজ্ঞে, আমিও ঐ কথা মনে করেছিলুম্ তবে ভয়ে ওটা বল্‌তে পারিনি।

কিষণ। তা যাই হোক্, তিনি যে এ সংবাদ পেয়েছেন এটা খুব ভালই হয়েছে।

বীর। আজ্ঞে হাঁ, ভাল নিশ্চয়ই হয়েছে।

কিষণ। যুদ্ধে জিতসিংহের পরাজয় অনিবার্য্য। তবে আমি দুর্ণামের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। তিনি যতই কেন সৈন্য সমাবেশ করুণ না, তবু নিস্তার পাবেন না। যদি সমস্ত সিন্ধুবাসীও অস্ত্র ধারণ করে, তবু নিশ্চয়ই জেন জিত-সিংহের অব্যাহতি নাই।

বীর। আজ্ঞে, তা কি আবার, আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে। মহারাজ যখন স্বপ্ন দেখেছেন, তখনইত রাজা জিতসিংহ মারা গেছেন তারপর এ যা সমস্ত সাজ সরঞ্জম করা হয়েছে এগুলো বেশীর ভাগ। দেখুন যুবরাজ, একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। আচ্ছা ইতিমধ্যে যদি জিতসিংহ বিষ ফিশ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন তা হ'লে কি হবে?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। যুবরাজ! একজন যোদ্ধা পুরুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কিষণ। যোদ্ধা পুরুষ! এমন সময় দেখা করতে চায়!

বীর। আজ্ঞে তা পারে, কিন্তু সে গুপ্তচর ভিন্ন আর কিছু নয়।

কিষ। আমরাও সশস্ত্র আছি। যাও, যে অভিপ্রায়েই আসুক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(সৈনিকের প্রস্থান)

যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে এই তরবারী, অগ্রে তার রক্ত পান করে, পরে সিন্ধুরাজ্য উৎসন্ন দেবে।

বীর। তাইত যুবরাজ, তবেকি, গুপ্তচর সত্য সত্যই আপনার কাছে তার জীবন উৎসর্গ কর্‌বার জন্য আস্‌ছে?

(যোদ্ধাবেশী মতিয়াকে লইয়া সৈন্যের প্রবেশ)।

কিষ। যুবক, কে তুমি? কি অভিপ্রায়ে, একাকী এই রাত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এয়েছ?

মতি। (স্বগতঃ) এযে সেই রূপ, এযে সেই ছবি। হৃদয় স্থির হও। আশার ধন যখন দেখিছি তখন পাবই পাব।

কিষ। উত্তর দাও না যে? যদি কোন কু অভিপ্রায়ে এসে থাক বল প্রকাশ কর, জীবনের শেষ কথা উচ্চারণ করে নাও।

মতি। মহাশয়, আমি একজন যোদ্ধা। শুন্‌লেম্ মহারাজ প্রতাপসিংহ আমাদের রাজাকে হত্যা কর্‌বার জন্য আপনাদের পাঠিয়েছেন, সেই কারণ আমি সেনাপতি মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করি। আপনিই কি সেনাপতি?

কিষ। হাঁ, এ ক্ষেত্রে আমিই সেনাপতি। তোমার উদ্দেশ্য কি শীঘ্রই প্রকাশ কর।

মতি। আজ্ঞে উদ্দেশ্য, আপনাদের সঙ্গে থেকে আমি সিন্ধুরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করি।

কিষ। (সহাস্যে) ভাল যুবক, তোমার চতুরতায় আমি মুগ্ধ হলেম।

মতি। আজ্ঞে, চতুরতা নয়; আমি আপনাকে প্রকৃত কথাই বল্‌ছি সিন্ধুরাজ বিনাদোষে আমার অগ্রজকে হত্যা করেছেন, আজ সেই অপরাধের প্রতিশোধ নিতে আমি বদ্ধপরিকর হয়েছি।

শুন্‌লেম্ এবং দেখতেও পাচ্ছি নগর অবরুদ্ধ। আমিও অবসর বুঝে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

কিষ। রাজ্যে যুদ্ধের কিরূপ উদ্যোগ দেখেছ?

মতি। আজ্ঞে উদ্যোগ যতদূর হতে পারে তা হচ্ছে। প্রত্যেক লোক সপরিবারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে একটা আশ্চর্য্য কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এয়েছি।

কিষ। কি কথা?

মতি। প্রত্যেক লোকে যুবরাজ কিষণলালের নিন্দাবাদ কচ্ছে।

কিষ। কেন?

মতি। সকলেই বল্‌ছে, যে, যদিও মহারাজ স্বপ্নে পাগলের মত হয়ে এমন ভয়ানক আদেশ করেছেন কিন্তু তবু সে কার্য্যের ভার নিয়ে যুবরাজের সেনাপতি ভাবে আশা ভারি অন্যায় হয়েছে।

কিষ। কেন আমরাত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

মতি। এখনই হয়েছেন, আগে ত সে ভাব ছিলনা। সামান্য দস্যুর মত হত্যা কর্‌বার উদ্দেশ্যই ত প্রথমে ছিল? সেই জন্য সকলে যুবরাজকে দস্যু, অত্যাচারী, এই রকম কথা বল্‌ছে।

কিষ। যুবক, তুমি কার কাছে এ সমস্ত কথা বল্‌ছ, জান?

মতি। জানি, সেই দস্যুর কাছে; সেই হত্যাকারীর কাছে; সেই অত্যাচারীর কাছে।

কিষ। যুবক, তুমি অত্যন্ত সাহসী, তোমার সাহসে আমি বিস্মিত হয়ে তোমায় ক্ষমা কল্লুম্। তুমি জান তোমার প্রাণ এখন আমার কাছে রয়েছে?

মতি। যুবরাজ, আমার প্রাণ আপনাকে না দিয়েই কি আমি এসেছি বোধ করেন। কিন্তু সে যাই হোক আপনার কাছ থেকে

আমি ক্ষমা চাইনা। যদিও আমি সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়েছি তবু আপনাকে দস্যু ভিন্ন আর কিছুই বলব না। দস্যুর নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী নই।

কিষ। (তরবারি উন্মোচন করতঃ) এখনি তোমার পাপের প্রতিফল দিচ্ছি।

মতি। দেখুন একবার স্থির হ'ন, একটী কথা আপনাকে বলি শুনুন, তারপর আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন।

কিষ। আচ্ছা বল, আমি তোমার শেষ অভিলাষ পূরণ কত্তে বাধ্য।

মতি। দেখুন যুবরাজ, আপনি যখন এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের সেনাপতির ভার নিয়েছেন তখন আমায় যে হত্যা করবেন সেটা বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, হয়ত, আর হয়ত কেন ; নিশ্চয়ই কালি প্রাতে মহারাজের আজ্ঞাতেই হোক্ বা আপনার নিজের ইচ্ছাতেই হোক্ কতকগুলি প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হবে। কিন্তু বলুন দেখি যদি যুদ্ধের শেষে মহারাজ এসে আদেশ করেন যে এদের প্রাণদান কর, তা হ'লে বলুন দেখি যুবরাজ, আপনি কি তাদের একজনেরও প্রাণ দান কত্তে পারেন ? একজনকেও প্রাণ দান করে মহারাজকে সন্তুষ্ট কত্তে পারেন ?

বীর। (স্বগতঃ) ইঃ, ছোঁড়া বেজায় আরম্ভ কল্লে দেখ্‌ছি। যুবরাজ নির্ব্বাক হয়ে গেছেন।

মতি। যুবরাজ কি ভাব্‌ছেন ? আমায় দয়া করে বলুন পারেন কি না ?

কিষ। না পারিনা।

মতি। ভাল, তবে বলুন দেখি যুবরাজ, যাঁর একজন মানুষের আর মানুষই বা বলি কেন—একটা সামান্য কীটের, সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ দেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই তিনি স্বহস্তে এই ভয়ানক কাজের ভার নিয়েছেন?

কিষ। যুবক তুমি স্থির হও, তুমি আমায় জ্ঞান দিলে। তুমি স্থির হও আমি একবার ভাবি।

বীর। (স্বগতঃ) আর ভাবি, মাটী কল্লে দেখ্‌ছি।

মতি। (স্বগতঃ) জয় জগদীশ্বর। দোহাই তোমার প্রভু, উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।

কিষ। যুবক তুমি আমায় ক্ষমা কর।

মতি। সেকি, বলেন কি আপনি যুবরাজ। আমি সামান্য লোক, ও কথা আর বল্‌বেন না।

কিষ। যুবক তুমি অতি বুদ্ধিমান্ তোমার বুদ্ধিতে আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার বুদ্ধিতে আমি জ্ঞান লাভ করেছি, তোমার বুদ্ধিতে আমি শিক্ষা পেয়েছি। যুবক, আমি তোমায় পুরস্কার দেব। সত্য পরিচয় দাও, তুমি কে?

মতি। (স্বগতঃ) আর কোথায় যাবে। (প্রকাশ্যে) আমি আমি, আমি, যুবরাজ আমার পরিচয়? (বেশ পরিবর্ত্তন) আমি সিন্ধু রাজ তনয়া, আমার নাম মতিয়া।

কিষ। আঁা তুমি রাজা জিতসিংহের কন্যা?

বীর। (স্বগতঃ) যা চলে। ছুঁচ হয়ে ঢুকে শেষকালে ফাল হয়ে বা বেরও। মনে কল্লুম্ ছোঁড়া, হয়ে গেল ছুঁড়ী। হায়রে কপাল। মনে করেছিলুম্ যে এক হাত বেশ দাঁও মারবো কিন্তু তা কি হবার যো আছে।

কিষ। তুমি, আঁ্যা তুমি মতিয়া ?

মতি। আজ্ঞা হাঁ যুবরাজ (স্বগতঃ) কাজ ত একরকম ঠিক হ'ল এখন সরে পড়ি।

(প্রস্থান)

কিষ। বীরবল

বীর। আজ্ঞে।

কিষ। না থাক্ আমি—

(প্রস্থান)

বীর। তবেই যুদ্ধ করিয়েছে।

( কিষণ লালের পুনঃ প্রবেশ )।

কিষ। বীরবল যাও তুমি। সিন্ধুপতির কাছে যাও, জেনে এস মতিয়া বিবাহিতা কি না।

বীর। এখনি যেতে হবে ?

কিষ। হাঁ, এখনি যাও।

বীর। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

কিষ। (স্বগতঃ) যদি বিবাহিতা না হও তবে মতিয়া তুমি আমারই হবে।



## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

( কাশী প্রসাদকে টানিতে টানিতে মথুরের প্রবেশ )

মথু। আহাহা শুনুন না।

কাশী। হ্যাঁ শুন্‌বে, অপ্‌পেয়ে বেটা, আহাম্মুক বেটা কোথাকার;

মথু। আহাহা চটেন কেন?

কাশী। হ্যাঁ চটেন কেন? চট্‌বে না ত কি কর্‌বে।

মথু। এঃ, আপনার দেখ্‌ছি মাথা গুলিয়ে গেছে।

কাশী। বেশ হয়েছে। ঠেঁটা বেটা কোথাকার। তোর পাল্লায় পড়ে আজ বেঘোরে প্রাণটা গেল বোধ করি।

মথু। দেখুন স্থির হন, সবুরে মেওয়া ফল্‌বে।

কাশী। প্রাণটা বাঁচলে, তবেত মেওয়া ফলা দেখ্‌তে পাব। চারিদিকে খাড়া পাহারা তার ভেতর যাওয়া নিতান্ত মূর্খ না হ'লে, মরবার পালক না উঠ্‌লে কি আর কার সাহসে কুলোয়? বল্লুম খবর্ দেওয়া হয়েছে, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, এখন চেপে চুপে এইখানে থাকা যাক, তারপর একটু গোলমালটা কমে গেলে ফিরে যাওয়া যাবে। তা হ'লো না যমের সঙ্গে আলাপচারী করাটাই বড় সুবিধে বলে বোধ হলো।

মথু। বলি মশাই প্রাণের ভয়টা কি আপনারই বড় বেশী বলে বোধ হ'ল। আমার প্রাণটা কি প্রাণ নয়? আমি কি আমার মরণ বাঁচনের জন্য একটু ভাবি না?

কাশী। তোমরা হচ্ছ একটু হোঁৎকা গোছের মানুষ। যার প্রাণের ভয় থাকে, সে কি আর এ কাজে এগোয়।

মথু। আমার ফন্দি ত জানেন না। যদি জানতেন তা হ'লে আর অমন বকাবকি কত্তেন না, আর থর থর করে কাঁপতেন-ও না।

কাশী। মরিছি না মরতে আছি, যখন তোমার পাল্লায় পড়েছি তখন প্রাণ যে গেছে তা ঠিক বুঝে নিয়েছি তবে ফন্দীটে শুনেই নি।

মথু। কথাটা হচ্ছে কি জানেন বখ্‌সিসটা চার্‌দিক থেকেই বাগান চাই। এদিকে খবর দিলুম্‌ এখান থেকে কিছু পেয়ে গেলুম। আচ্ছা, ওদিকে আবার মন্ত্রী মশাই আছেন কেমন? তারপর রাজপুত্তুর ত নগর ঘেরাও করেছেনই, যদি ফাঁক তালায় চুপ্‌সাড়ে তাঁর সঙ্গে জুটে যেতে পারি তা হলেই কোন্‌ শুধু হাতে ফিরবো। তার পর এখানে ভাল মন্দ যা হোক একটা দেখে শুনে মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে বিদেয় নিয়েই মহারাজের কাছে খবর দেব। এখন কিছু বুঝলেন্‌ কি?

কাশী। ওহে ওদিক থেকে কে একটা লোক আস্‌ছে ব'লে বোধ হচ্ছে না?

মথু। আপনার বড় বেশী ভয় হয়েছে দেখ ছি ভাই—না না তাইত কে একজনত আস্‌ছেই বটে।

কাশী। তাইত হে ক্রমশঃ এইদিকেই যে আস্‌ছে।

মথু। দেখুন স্থির হন, সাবধান হ'ন। যেই আসুক আমাদের তাতে ভয় করবার কোন কারণই নাই।

কাশী। আর ভয় করবার কারণ নেই, সেরেছে এবার, আর কি বাঁচবো। দেখ বাবা মথুর, তোমায় মিনতি করে বল্‌ছি আমায় মাপ কর, আমায় ছেড়ে দাও আমি প্রাণপণে দৌড়ই, তুমি আমার বাবা, দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও। ( পালাইবার চেষ্টা )

মথু। আহাহা করেন কি ?

কাশী। তবে রে বেটা ছাড়বি ত ছাড়, নইলে শাপ দিয়ে উচ্ছন্ন করে দেব।

মথু। বলি লোক আস্‌ছে তা আপনার ভয়টা কি ?

কাশী। ও কি আর সুধু সুধুই আস্‌ছে, আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য আস্‌ছে।

মথু। তা, তাই যদি হয় তার কি কোন উপায় নেই ! চুপ করুন ! যদি পালাতে যান্ তা হ'লে বিপদ ঘটবার ভাবনা না থাক্‌লেও বিপদ ঘট্‌বে। পালাবেন না, আমি উপায় কচ্ছি। দেখুন, সত্য সত্যই লোকটা আমাদের দিকে আস্‌ছে। আগে থাক্‌তে সাবধান হওয়াই ঠিক। এক কাজ করুন আপনি এই গাছতলায় শুয়ে পড়ুন, আমি বসি।

( উভয়ের তথা করন )

মথু। দেখুন যদি কোন বিপদ আপদই ঘটে বলে আমি বোধ করি, তা হ'লে আমি যেমন যেমন ভাবে কথা জিজ্ঞাসা করবো তেম্‌নি তেম্‌নি ভাবে সাড়া দেবেন, আর যদি তা

না পারেন ত চুপটি করে থাক্‌বেন। দেখ্‌বেন, সাবধান যেন পালাবার চেষ্টা করা না হয়।

(বীরবলের প্রবেশ)

বীর। বলিহারি পিরীতের দৌড়কে বাবা। রাজরাজড়ার খাম খেয়ালি মেজাজে যে গরীব বেচারাদের প্রাণে টানা পড়েন চলে সে টুকু কেউ বোঝেনা। রূপের চটক নজরে লেগে গেল, আর আছে কোথা, মগজ মহাশয় অম্‌নি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরে গেলেন। ডাক্‌তো ডাক বীরবলকে ডাক। ঝাড়ু মারি তোর চাক্‌রীর মাথায়। তবে কথাটা হচ্চে কি না প্রাপ্তিটা কিছু বেশী রকমের। সুখ ঐ টুকু। তা না হ'লে কোন্ শালা চাকরী কত্ত। তা হোকই না কেন প্রাপ্তি; বলি পাপটাই কি কম গা? হাঁ ত হাঁ, না ত না। মুখ থেকে কথা বেরোতে না বেরোতেই সাড়া দেয়া চাই। যদি একটু এদিক ওদিক হ'ল তা হ'লেই সর্ব্বনাশ; অমনি চোক করমচা হয়ে গেল, আর শেষ কথাত পড়েই রয়েছে "চাইনা বেরিয়ে যাও"। এই রেতের বেলা বল্লে রাজবাড়ী যাও রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস্ করগে, যদি না হয়ে থাকে ত বলে এস গে যে "আমি বিবাহ করবো"। সাবাস্ বরাত বাবা। যুদ্ধ করতে এসে রত্ন লাভ, যাই হোক যেতে ত হবেই। এটা রাজ পথ নির্ঘাত। তাইত খানিক আগে এইখানে দুজন লোককে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, মনে করেছিলুম্ রাজবাড়ীর সন্ধানটা তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নেবো। তারা গেল কোথা; তাইত তারা কারা। ডাকাত টাকাতই বা। এই যে হুঁ। তাইত

দুজন লোকইত বটে, একজন শুয়ে, একজন বসে, কি মৎলব বাবা। তা যা মৎলবই হোক, প্রাণের আশা ত ছেড়েই দিয়েছি। একবার এগিয়ে কথাটা কই।

মথু। (জনান্তিক) কি সর্ব্বনাশ, ঠাকুর মশাই, এযে আমাদের বীরবল দেখ্‌ছি।

কাশী। (জনান্তিক) তবে পালাই।

মথু। (জনান্তিক) অমন কাজও করবেন না। (দণ্ডায়মান)

বীর। (নিকটে আসিয়া) একে অ্যাঁ, মথুর না, অ্যাঁ অ্যাঁ মথুর না।

মথু। এই যে বীরবল যে, তার পর কোথায় যাওয়া হবে?

বীর। তা খুব ভাল যায়গাতেই যাওয়া হবে। তা এখানে কেন, ও আবার কে?

মথু। উনি আমাদের কাশী ঠাকুর।

বীর। তোমরা এখানে কেমন করে এলে?

মথু। আর সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন ভাই। যে গেরোতে পড়েছি তা আর তোমায় কি বল্‌ব।

বীর। কি হয়েছে?

মথু। আর সে কথা কও কেন ভাই, কও কেন। তোমরা বেরোবার পরই মহারাজ ত খুব দুটি ভাল টক্‌টকে ঘোড়া দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। তার পর যেই এখানে এসে পৌছেছেন, আর বাই রোগ কিনা, হঠাৎ চেগে উঠলো, আর দৌড়, ভোঁ ভোঁ দৌড়, সে দৌড় দেখে কে? একেবারে রাজবাড়ী অবধি; তার পর ফের ফিরে এইখান অবধি এসেই মূর্চ্ছা।

বীর। অ্যাঁ, বল কি হে মথুর। কাশী ঠাকুরের আবার মূর্চ্ছাগত হাই রোগ আছে নাকি?

মথু। আর আছে নাকি? তা তোমার কোথায় যাওয়া হচ্চে ভাই বীরবল।

বীর। হ্যাঁ ভাল কথা রাজবাড়ী অবধি কাশী ঠাকুর দৌড়েছেল বল্লে না।

মথু। হাঁ।

বীর। পথটা কোন্‌দিকে হে?

মথু। কেন বল দেখি?

বীর। ওহে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ভালই হয়েছে, আমাদের যুবরাজ সিন্ধুরাজের মেয়েকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। সেই জন্যেই ঘটকালী করবার জন্যই আমি রাজবাড়ী যাচ্চি, তা পথটা কোন্‌দিকে বল্লে?

মথু। কি বখরা দেবে বল দেখি?

বীর। তা কি জান ভাই:—

মথু। ও আমি শুন্‌তে চাই না।

বীর। আচ্ছা অর্দ্ধেক বন্দোবস্ত রইল (স্বগতঃ) একটা আধলাও নয়।

মথু। আচ্ছা বলে দিচ্ছি ঠিক এই রাস্তা ধরে তার পরই ডাইনে যে বড় রাস্তা পাবে সেই রাস্তা ধরে বরাবর উত্তর মুখো গেলেই রাজবাড়ী পাবে। তবে কথা বার্ত্তা পাকা ত?

বীর। হাঁ, ঠিক্।

মথু। তা ঠিক জেন, যখন কথা দিলে তখন মথুর শর্ম্মা আদায় কর্ব্বেই কর্ব্বে। এইরে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বীর। কি সর্ব্বনাশ হল?

মথু। এইরে কাশী ঠাকুরের হাত পা নড়ছে।

বীর। হাত পা নড়ছে কি ?

মথু। আর নড়ছে কি, ঐ ত কুয়ের গোড়া, এখনি উঠ্‌বে আর বেধড়ক ঘুসি ঘাসা চালাবে। এই দেখ না আমার পিটটা দেখ না ভাই, আমায় কি আর রেখেছে।

বীর। অ্যাঁ, সে কি হে ?

মথু। আর সে কি হে, পালাও, পালাও ঐ উঠ্‌লো উঠ্‌লোপালাও।

( বেগে বীরবলের প্রস্থান )

মথু। ঠাকুর মশাই, আর কেন, উঠুন, এই বার স্বকার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা দেখা যাক্।

কাশী। সাবাস্ বাবা, তোমার বুদ্ধি আছে বটে।

মথু। আচ্ছা সে সব বিচার পরে হবে এখন মানে মানে দুর্গার ইচ্ছেয় পালাতে পাল্লে হয়।

কাশী। তবে চলে চল।

মথু। আর বড় একটা সুবিধা হয়েছে।

কাশী। কি রকম ?

মথু। রাজকুমারী মতিয়ার সঙ্গে যে যুবরাজের বিয়ে হবে এত একেবারে ঠিক। আমরা এখন যুবরাজের সৈন্যের মধ্যে মিশে গোটা দুই ঘোড়া না জুটিয়ে একদম্ অযোধ্যার দিকে রওনা হব। তার পর সুবিধে বুঝে একটা খবর দেব।

কাশী। তবে দুর্গা বলে চলে এস ; কিন্তু আমার শরীর কাঁপছে।

মথু। তা কাঁপুকগে। আমায় ধরে ধরে আসুন।

( উভয়ের প্রস্থান )

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

## সিন্ধু-রাজ্য।

### মন্ত্রীর বাটী।

রামদাসের কক্ষ।

রামদাস ও বন্ধুগণ। অম্বিকা।

রাম। হ্যাঁ অম্বিকে, তুই বল সত্য কথা বল, এ খবর কোথা থেকে শুনে এলি।

অম্বি। কোথা থেকে আবার শুনব গা, রাজার বাড়ী থেকে শুনেছি। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌তে পারি গা।

১ম ব। তা হবে ভায়া, বুঝ্‌লে, যুদ্ধের কাল কত সাজ সরঞ্জাম পড়ে গিয়েছিল জানত? তার পর হঠাৎ যে, সে সমস্ত স্থগিত হ'য়ে গেল তার কি আর কিছু কারণ নেই। অম্বিকে কখনই মিথ্যে কথা বলে না।

২য় ব। অবিশ্যি আছে, অবিশ্যি আছে। অম্বিকে ঠিক কথা বলেছে।

অম্বি। বল্‌ব কি বাবা, শুনে আমাদের প্রাণ চম্‌কে ওঠে, একলা রেতের বেলা—মাগো ভয় হয়, এমনি জাঁহাবাজ মেয়ে যে একলা রেতের বেলা রাজপুত্তুরের সঙ্গে দেখা করে নিজের বিয়ের ঠিক্‌ ঠাক্‌ নিজে করে এয়েছে।

রাম। অ্যাঁ, বলিস্‌ কি অম্বিকে?

অম্বি আর বলিস্ কি অম্বিকে। ওগো, অম্বিকেতে কি আর অম্বিক আছে গা ?

রাম। কিছু ভেবনা অম্বিকে, আমি এর উপায় করবো।

অম্বি। তা যদি না কর বাবা, তা হ'লে তোমাদের সাম্‌নে আমি স্ত্রীহত্যে হয়ে যাব।

রাম। তুমি যাও, আমি উপায় কচ্ছি।

অম্বি। ( স্বগতঃ ) আর কি অসুখ ধরেছে।

( অম্বিকার প্রস্থান )

রাম। যখন যুদ্ধের কথা শুনেছিলুম্ ভাই, তখন কত কথাই মনে করেছিলুম্। প্রথমে মনে কল্লুম মতিয়াকে লুকিয়ে নিয়ে আসি। তার পর মনে কল্লুম্, যদি একান্তই কেটে ফেলে তবে সেই সঙ্গে আমিও জান দেব। সেই মতিয়া, আমি যাকে এত ভালবাসি, ভাইরে সেই মতিয়ার কিনা এই কাজ, অ্যাঁ সে যে মরে যেত ভাল হ'ত, সে পরের হবে এও আবার চোখে দেখতে হবে ? যখন দেখব না ভাই কখন দেখব না।

৩য় ব। কিছুতেই দেখ্‌ছি না, যদি কানা হতে হয়, যদি দু চোকের মাথা খেতে হয়, তবুও না, কেমন ?

রাম। ভাই আমার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে উপায় কর। আচ্ছা কুছ্ পরোয়া নেই আমিই উপায় করবো। হায়রে মতিয়া তুমি মরে যেতে সে যে ছিল ভাল, অ্যাঁ——

( প্রস্থান )

২য় বঃ। চল ভাই আজ এই পর্য্যন্তই। ফিরে যাওয়া যাক।

( সকলের প্রস্থান )।

( অম্বিকার প্রবেশ )

অম্বি। ওষুধ ধরেছে, ঠিক ধরেছে। যদি রামদাস কিছু কর্‌তে পারে তবে ত গোল মিটেই গেল, আর যদি না পারে ত অম্বিকে, শেষে আছে। এ বিয়েতে গোল বাধাবো বাধাবো বাধাবো।

( প্রস্থান )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা।

—০—

প্রাসাদ। শয়ন মন্দির।

পালঙ্কোপরি প্রতাপ সিংহ।

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নঃ গণ।

আলিস পরিহর, উঠ হে নরবর,
ডাকে বিটপে বসি বিহগ মধুর তানে।
ধীর মলয় বায়, ধীরে বহিয়ে যায়,
উঠিতে চায় নব মিহির গগন পানে॥
পোহাল যামিনী, উঠ নরমণি
কেন আর ঘুমে অচেতন?
ত্যজি শয়ন, উঠি ভাব হে ভগবানে॥

( নর্ত্তকীগণের প্রস্থান )

প্রতা। ( নিদ্রান্তে ) স্বপ্নে আমায় উন্মাদ কত্তে চায় নাকি? একবার দেখেছি, সিন্ধুপতি আমায় অপমান করেছে, আমায় পদাঘাত করেছে। আর আজ এ আবার কি? দেখলেম, কুমার কিষণলালের সঙ্গে যেন জিতসিংহের কন্যার বিবাহ হচ্ছে; সিন্ধুরাজ যেন আমার কাছে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে কি স্বপ্ন সত্য হয় না! তবে কি আমার ভ্রান্তির প্রতিফল স্বরূপ একটা রাজবংশ নির্ম্মূল হয়ে গেল। কি ভ্রম! কে জানে এ সুস্বপ্নে এই দারুণ দুর্য্যোগ ঘট্‌বে। হে ভগবান্ বাধা দাও, প্রভু, যেন জিত-সিংহের বংশ নাশ না হয়।

( চন্দ্রশেখর ও মথুরের প্রবেশ )।

মন্ত্রি, সর্ব্বনাশ করেছি। এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি স্বপ্ন সত্য হয় না। যাও; এখনি সিন্ধুদেশে লোক পাঠাও, যদি এ ভয়ানক ঘটনা না ঘটে থাকে, তবে বাধা দিতে লোক পাঠান।

চন্দ্র। কেন মহারাজ, হ'য়েছে কি?

প্রতা। সমস্ত বিপরীত হ'য়েছে, আজ স্বপ্ন দেখেছি, সিন্ধুপতি কত নম্রভাবে, কত ধীরভাবে, যেন যোড়করে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে; আরও দেখেছি যেন কুমার কিষণ-লালের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হচ্চে।

চন্দ্র। তবে কি, আপনি সিন্ধুরাজকে ক্ষমা কত্তে চান কি?

প্রতা। নিশ্চয়ই চাই, মন্ত্রি, নিরপরাধী দণ্ড পায় এটা কি একটা ভাল কথা মনে করেন?

চন্দ্র। আজ্ঞে, না মহারাজ।

প্রতা। তবে, দেখুন, যদি কোন উপায় হয়, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

চন্দ্র। মহারাজ অত উতলা হবেন না। আমি বহুক্ষণ আগেই জান্‌তে পেরেছিলেম, যে পরে অনুতাপ কর্‌তে হবে। আমি সে বন্দোবস্ত প্রথম হ'তেই করে রেখেছি। যুবরাজের যাত্রার পূর্ব্বেই এঁকে পাঠিয়েছিলেম, এখন ইনি ফিরে এয়েছেন; সত্যই যুদ্ধ স্থগিত আছে, আর সত্যই যুবরাজ, রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন।

প্রতা। আমার সম্পূর্ণ মত, যাতে এ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এই সৈন্য প্রেরণ, যেন প্রত্যেক লোকে কুমারের বিবাহোৎসব বলে মনে করে।

চন্দ্র। আমি এখনি লোক পাঠাব।

মথু। মহাশয়, আমার যাবার ব্যবস্থাটা করেই দিন না কেন।

চন্দ্র। ভাল কথা; উত্তম পাত্রেই, উত্তম কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত।

মথু। তবে মহারাজ, আমি যে শুভ সংবাদ এনেছি আমার পারিতোষিকের ব্যবস্থাটা।

চন্দ্র। তার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কারে মহারাজ পুরস্কৃত কর্ব্বেন। কাল বিলম্ব না করে আপনি রাজা জিতসিংহের নিকট এ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করুন।

মথু। যে আজ্ঞে।

(মথুরের প্রস্থান)

প্রতা। মন্ত্রিবর! আপনার জন্য আজ একটী রাজবংশ রক্ষা হ'ল।

চন্দ্র। সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, মহারাজ। যাই, সমস্ত নগরবাসী যাতে এ সংবাদে তৃপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করি গে।

(চন্দ্রশেখরের প্রস্থান)

---

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

---

## শিবির।

---

### কিষণলাল ও বীরবল।

কিষ। কেবলমাত্র মহারাজের আদেশের অপেক্ষা, বীরবল; কিন্তু তিনি যদি ক্রুদ্ধ হন কিম্বা অমত করেন, তাহা হ'লে আমার দশা যে কি হ'বে তা বল্‌তে পারি না।

বীর। তাইত যুবরাজ, তা হ'লে কি হবে?

কিষ। এখনও ঠিক জানিনা বীরবল, তা হ'লে কি হবে। তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি যে, প্রাণ যারে চায়, তারে পাবার জন্য মানুষ যা করে তাই কর্‌ব, আর না পেলে যা হয় তাই হবে।

বীর। সে কি যুবরাজ?

কিষ। ঠিক বল্‌ছি বীরবল।

বীর। আমার বোধ হয়, মহারাজ নিশ্চয়ই মত দেবেন।

কিষ। কিন্তু আমার তা বোধ হয় না, কারণ আমার বুকের ভেতর কেমন যেন কি কচ্চে। কত যুদ্ধ দেখেছি, কিছুতেই ভয় হয়নি, কিছুতেই প্রাণ এত চঞ্চল হয়নি; আজ যেমন হয়েছে। প্রাণের ভেতর কি যেন বয়ে যাচ্চে, কত যেন তুফান হচ্চে। কি হবে, কিছু যেন বুঝ্‌তে পাচ্চি না। মনে কর লোক ফিরে এলো—আমায় বল্লে, মহারাজ মত দিলেন না, তা হ'লে :—উঃ বীরবল সরে যাও, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও; আমি ভাবি, উপায় স্থির করি, তুমি সরে যাও।

বীর। যে আজ্ঞা (স্বগতঃ) কাজ নেই বাবা, কি বলতে কি বলে ফেল্‌বো।

(প্রস্থান)

কিষ। হৃদয় স্থির হও।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। যুবরাজ সিন্ধুরাজের মন্ত্রীপুত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চান।

কিষ। আচ্ছা নিয়ে এস।

প্রহ। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

কিষ। মন্ত্রীপুত্র! কি অভিপ্রায়! কিছুত বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যাই হোক্ নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

(রামদাসের প্রবেশ)।

রাম। (অভিবাদনকরতঃ) যুবরাজ, বিশেষ কারণ বশতঃ আপ-

নার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এয়েছি।

কিষ। কি কথা মহাশয়?

রাম। একটা বড় আশ্চর্য্য জনরব শুনে সে বিষয়ের সত্য মিথ্যা জান্‌বার উদ্দেশ্যে, আপনার কাছে এসেছি।

কিষ। কি জনরব শুনেছেন?

রাম। যদি আপনি ক্রুদ্ধ না হন, যদি আপনি নির্ভয় দেন, তা হ'লে আমি বল্‌তে সাহসী হই।

কিষ। আপনি নির্ভয়ে বলুন, আমার বড় কৌতূহল হচ্চে।

রাম। শুনলেম নাকি, যে আপনি রাজকুমারী মতিয়ার প্রণয় প্রার্থী?

কিষ। হাঁ, সে কথা সত্য। কেন আপনার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?

রাম। যুবরাজ উদ্দেশ্য আছে। তা না হলে আমার আস্‌বার প্রয়োজন কি?

কিষ। কি উদ্দেশ্য; আপনি শীঘ্র বলুন।

রাম। যুবরাজ, ব্যস্ত হবেন না। স্থির হ'ন আমায় বল্‌তে দিন।

কিষ। বলুন।

রাম। এ বিবাহে আপনি অমত করুন। কারণ রাজকুমারী মতিয়া কুলটা।

কিষ। সে কি! আপনি বলেন কি! কুলটা! মতিয়া কুলটা!

রাম। কেন এ কথা কি আপনি একবারও ধারণা কত্তে পারেন নি? যুবরাজ বলুন দেখি, কোন্ স্ত্রীলোক, কোন্ কুল-ললনা, রাত্রিকালে অপর পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে সাহসী হয়?

কিষ। আপনার ভুল। খুব পারে, নিশ্চয় পারে, অন্ততঃ মতিয়ার মত বুদ্ধিমতী হ'লে নিশ্চয়ই পারে। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

রাম। ভাল যদি চাক্ষুষ দেখাতে পারি, তা হ'লে :—

কিষ। আপনি কি আমায় ইন্দ্রজাল দেখাতে চান নাকি? যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন, তা হলে আমিও, বিশ্বাস কত্তে পারি।

রাম। তবে আমি এখন আসি। সন্ধ্যার সময় আপনার কাছে এসে প্রমাণ দেখাব।

(প্রস্থান)

কিষ। তবে কি, সত্যই মতিয়া কুলটা! না না কখনই নয়; কিন্তু যদি হয়, তা হ'লে; যদি সত্যই মন্ত্রীপুত্র প্রমাণ দেখায়, যে রাজকুমারী কুলটা, তা হ'লে! ওঃ একটা বেশ্যার কুচক্রে পড়ে আমি পিতার আদেশ লঙ্ঘন করেছি; ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার বুদ্ধিকে, ধিক্ আমার প্রবৃত্তিকে।

(বেগে প্রস্থান)

# ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

## উপবন।

সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

সখীগণ। হেসে কুসুম আড়নয়নে চায়।
কোথা মান রাখ্‌বে অলি প্রাণ রাখা দায়॥
ট'লে ঢ'লে মলয় বায়,
দুলে ফুল সোহাগ জানায়
আকুল অলি ফিরে ফিরে চায়
সাধে বাদ সেধে পবন উড়িয়ে নে যায় তায়॥

১ম সঃ। আয় ভাই, এখনও সই আসেনি, এই বেলা ওখান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে আন্‌গে।

সকলে। চল ভাই।

( সখীগণের প্রস্থান )

( মতিয়ার প্রবেশ )

মতি। সখীরা বোধ করি উপবনের ভেতর গেল। তা থাক্‌ আমার যেন নির্জ্জনে থাক্‌লেই মন ভাল থাকে। নির্জ্জনে থাক্‌লে একমনে সে রূপ ভাব্‌তে পারি, কিন্তু সখীরা থাক্‌লে তাতে বাধা পড়ে। বাধা পড়ে বলে কি ভুলে যাই; বাধা পড়ে বলে কি সে রূপ একেবারে ভাবতে বাধা পড়ে, তা পড়ে না, তা পড়বে না। সে যে আমার প্রাণময় ছবি, সে ছবি যে হৃদয়ের ভেতর নিজের হাতে এঁকেছি, সে যে

বড় সুখময় ছবি। নিজের হাতের আঁকা, সাধের ছবি কি সদা সর্ব্বদা দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না? সে সুন্দর প্রেমময় ছবি ভোলাবার নয়, ভোলাবার নয়।

গীত।

মতিয়া। মজেছে আমারি মন!

করি তার রূপ দরশন॥

এঁকেছি হৃদয় পটে

রেখেছি তায় অকপটে।

ভেবেছি জেনেছি তায় সে অমূল্য রতন।

তবে কি তারে ভুল্‌তে পারি। কিষণলাল আমারই হবে আমি কিষণলালেরই হ'ব।

(পুরুষ বেশে অম্বিকার প্রবেশ)

একি অম্বিকে পুরুষের বেশে কেন?

অম্বি। (স্বগতঃ) লোভে, লোভে। যদি এতে ভাল না হয়ে সর্ব্বনাশও হয় তাও স্বীকার তবু একবার দেখ্‌তে হবে কত দূরের জল কত দূরে গিয়ে মরে।

মতি। কথা কইছ না যে অম্বিকে?

অম্বি। কেন গা রাজকুমারি, সাধ কি আমার হয় না? পুরুষ মানুষ হতে আমার একটী বারও ইচ্ছে কি যায় না? দাসী বাঁদী বলে কি আর আমার প্রাণে সক্ নেই? তাতে আবার তোমার বিয়ে। যেমন তেমন বিয়ে নয়, এ আর সেই মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে নয়। একেবারে সব টেক্কা বিয়ে, একেবারে মহারাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে। এতেও যদি

না একটু ফুর্ত্তি করি, এতেও যদি না একটু আমোদ আহ্লাদ করি, তবে করব কবে বল দেখি? তা কথাটা হচ্চে না কি জান, যদি তোমার দেখ্‌তে কষ্ট হয় তো বল, না হয় এ সাজটা ছেড়েই আসি। কি জান রাজকুমারী তোমার আহ্লাদেই আমাদের আহ্লাদ। তা এ বেশে থাক্‌লে তোমারই যদি মনে কষ্ট হয় তবে আর বেঁচেই ফল কি?

মতি। সেকি অম্বিকে কষ্ট কি আমার?

অম্বি। (স্বগতঃ) রাজপুত্তুরের আশা ছেড়ে দিতে হবেই হবে। এ বড় কেও কেটা নয়, অম্বিকে দাসী, হাঁ হাঁ বাবা। এই যে রঙ্গিনী সঙ্গিনীরা আস্‌ছেন একটু সরে থাকি।

(প্রস্থান)

(মালা হস্তে সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

সোহাগে হার গেঁথেছি আজ।
ফুলের রাণী তুমি লো সই, পর ফুলের সাজ॥
মালা দিলে লো গলায়,
দেখি কেমন দেখায়,
দেখি, রূপ ধরে কিনা ধরে সই
দেখি, দেখে তোমায়, রতিপতি পায় কিনা লাজ।

# সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

## সিন্ধুদেশ।

### শিবির বহির্ভাগ।

---

সৈন্যগণ।

গীত।

সৈন্যগণ। ও হো হো হো হবেনা লড়াই
কাটাকাটি মারামারি এবার হবেনাকো ভাই॥
গুড়্ গুড়্ গুড়্ দামামা ত বাজেনা,
ভোঁ ভোঁপো ভো ভোঁ ভোঁপো ভোঁ,
ভেরী ত বাজে না,
তবে আয় ভাই, চল যাই চল যাই, চল যাই॥

---

১ম সৈঃ। ওরে ভাই রাজারাজার কাণ্ড বুঝে ওঠাই ভার।

২য় সৈঃ। ঠিক বলেছ ভাই। সেখানে হুকুম হ'ল এক রকম। এখানে হ'ল আর এক রকম। তার পর তাও গেল উল্টে, এখন কি রকম আবার হবে কে জানে।

৩য় সৈনঃ। আমরা ভাই হুকুমের চাকর। যা হুকুম হবে তাই করবো কি বল ভাই?

৪র্থ সৈঃ। আর তা না ত কি ভাই। প্রাণ ত দেবার জন্যে

আমরা মুখিয়ে রয়েছি বল্লেই হয়। তবে এ রকম যুদ্ধ বন্ধ করবার যে হুকুম হয়েছে তা এক রকম জোর বরাত বল্‌তে হবে।

৫ম সৈঃ। তা আর নয়!

৬ষ্ঠ সৈঃ। যদি লাগ্‌তো, বুঝলে, তা হ'লে একটা খুব বড় রকমই যুদ্ধ বাধতো।

১ম সৈঃ। ওহে ভাই যুবরাজ, আসছেন চল আমরা ওদিকে যাই।

( সকলের প্রস্থান )

কিষণলালের প্রবেশ।

কিষ। ( স্বগতঃ ) মানুষ যা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে না, মানুষ যা কল্পনাতে আন্‌তে পারে না, রামদাস সেই দৃশ্য আজ আমায় দেখিয়েছে। সত্যই দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি, জাগ্রত অবস্থায়, নিশ্চল অবস্থায় দেখেছি, স্পন্দহীন হ'য়ে দেখেছি, মতিয়া পুরুষসঙ্গে উপবনে রয়েছে! এক দিনের দর্শনে যাকে প্রাণভরে ভালবেসেছিলুম, হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা যাকে প্রাণে প্রাণে উপহার দিয়েছিলুম; যার প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়-ফলকে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'য়েছিলুম, সেই মতিয়া, সেই সাধের মতিয়া কুলটা! যে দৃশ্য দেখ্‌লে পাষাণেরও হৃৎকম্প হয়, পিশাচেরও হৃৎকম্প হয়, সেই দৃশ্য নির্ভীক হৃদয়ে দেখেছি, দেখেছি, সে প্রেমময়ী, সুন্দরী কুমারী, মতিয়া নয়, রাক্ষসী, নরপিশাচী কলঙ্কিনী মতিয়া। হোক্, মতিয়া কলঙ্কিনী হোক, ক্ষতি নাই তাতে, কিন্তু আমি এখন কি করব। যাই অযোধ্যায় ফিরে যাই।

( মথুরের প্রবেশ )

মথু। ( অভিবাদন করিয়া ) যুবরাজ আমি অযোধ্যা হ'তে মহারাজার আদেশ অনুসারে আস্‌ছি। এ বিবাহে তাঁর সম্পূর্ণ মত।

কিষ। কোন্ বিবাহে মথুর ?

মথু। সেকি যুবরাজ ? কেন রাজকুমারীর সঙ্গে আপনার বিবাহের।

কিষ। ভুলে যাও মথুর, ভুলে যাও। ও কথা আর তুলো না, মতিয়া কুলটা। মতিয়া বেশ্যা, মতিয়া কলঙ্কিনী।

মথু। সেকি যুবরাজ ! আপনি বলেন কি !

কিষ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি মথুর। এই মাত্র দেখে আস্‌ছি, মতিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে একজন পুরুষের সঙ্গে উপবনে কথা কচ্চে। মন্ত্রীপুত্র আমায় এ দৃশ্য এই মাত্র দেখিয়ে এনেছে

মথু। ( স্বগতঃ ) কি সর্ব্বনাশ ! বোধ করি মন্ত্রীপুত্রই এ সর্ব্বনাশের মূল।

কিষ। এখন আমি কি করব মথুর ? রাজা জিতসিংহকে বলেছি মতিয়াকে বিবাহ করবো। পিতার আদেশে মতিয়াকে বিবাহ করবো, পিতার আদেশে মতিয়াকে বিবাহ করা। যদি এ বিবাহে অসম্মতি জানাই তা হ'লে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে, পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হবে, আর যদি বিবাহ করি তবে কুলটাকে বিবাহ করা হবে। এখন ভেবে আমি কি করব মথুর ? যে দিকে যাই সে দিকেই পাপ, রাশি রাশি পাপ !

মথু। যুবরাজ স্থির হ'ন, আমি উপায় করব।

কিষ। শোন মথুর, আমি এক উপায় স্থির করেছি। মতিয়াকে বিবাহ করবো, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো, পিতার আদেশ পালন করবো। বিবাহের পর মতিয়ার প্রাণদণ্ড করবো কলঙ্কিনীর উচিত শাস্তি দেব। এই ঠিক, এই ঠিক।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

# অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

---

## সিন্ধুদেশ

---

রামদাসের কক্ষ।

---

### রামদাস ও অম্বিকা।

রাম। অম্বিকে এত গুলিয়ে দিয়েছিলুম, আবার কিনা অই হ'ল। আবার সেই বিয়েই হ'ল যে অম্বিকে।

অম্বি। ওগো কাকে জিজ্ঞেসা কচ্চ তুমি। শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে, অ্যাঁ আমি কি গলায় দড়ী দিয়ে মরবো নাকি?

রাম। আমি ও অম্বিকে ওকথা শুনতে পার্‌বো? যাই বাজার থেকে নিজের হাতে খানিকটা বিষ কিনে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলিগে যাই।

অম্বি। তাই যাওগো, তাই যাও। এসব দেখ্‌তে শুন্‌তে আমরা পারবো না। ওরে বাবারে বুক যে ফেটে যায়রে, দম্ যে বেরিয়ে যায়রে। মতিয়ার সঙ্গে কিষণলালের বিয়ে হবে

যে রে। অ্যাঁ হ'ল কি, আমাদের হ'ল কি গো, এস গো এস, তুমি এস। চল, চল, বিষ খাবে চল, না হয়ত আমায় বল, আমি কিনে এনে দি।

রাম। তাই ভাল, চল তুই অম্বিকে, আমি তোর জন্যে দড়ীর যোগার দেখিগে, তুইও মর আমিও মরি।

অম্বি। সেই ভাল গো, সেই ভাল; আর দেরী করতে পারবো না, চলে এস চলে এস। প্রাণ বেরিয়ে গেল গো, বুক জ্বলে গেল, গো। ওরে বাবারে আমাদের কি হলরে।

রাম। তাই ত রে হ্যাঁত রে।

---

## নবম গর্ভাঙ্ক।

বিলাস-কক্ষ।

সিংহাসনোপরি কিষণলাল ও মতিয়া।

সখীগণ দণ্ডায়মানা।

গীত।

সখীগণ। চাঁদে চাঁদে, ফাঁদ পেতেছে, চাস্‌নি লো চাস্‌নি।
হ'লে আপন হারা, পড়্‌বি ধরা, যাস্‌নি হোথা যাস্‌নি॥
সুধা ভরা চাঁদ, ছড়িয়ে সুধা
চাঁদের সনে ফিকির করে;—
নেবে প্রাণ কেড়ে, ওলো আয় সরে
আঁখি ঠেরে চল্‌লো ও সই, দিস্‌নি ধরা দিস্‌নি॥

(সখীগণের প্রস্থান)

কিষণ। মতিয়া তোমার দুশ্চরিত্রের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি উদ্যত! (তরবারি উন্মোচন করতঃ) জনমের মত ভগবানের নাম স্মরণ করে নাও।

মতি। (বিস্মিত ভাবে) সেকি প্রাণেশ্বর, আমার দুশ্চরিত্রের প্রতিশোধ!

কিষ। হাঁ। আমি স্বচক্ষে তোমাদের মন্ত্রীপুত্র রামদাসের সঙ্গে এসে দেখেছি, তুমি একজন পুরুষের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কচ্চ।

মতি। ওঃ তাই বটে যুবরাজ, ভ্রম আপনার। পাপাত্মারা এই ভয়ানক কাণ্ড করেছে! আগে রামদাসের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়; কিন্তু সে ঘটনা না ঘটায় তারা এই কাণ্ড করেছে। যাকে উপবনে দেখেছেন, সে পুরুষ নয় স্ত্রীলোক। আমাদের দাসী অম্বিকা। আর একটা কথা যুবরাজ, সমস্ত বিষয় বিশেষ রকমে না জেনে কোন কাজ করা কি আপনার পক্ষে উচিত হয়? আরও বলি যুবরাজ, আপনাকে বলেছিলুম, আবার বলি, আপনি ত প্রাণ দণ্ড করতে উদ্যত কিন্তু বলুন দেখি—যে লোক একদিনও বোধ হয় আপনার উপার্জ্জিত অন্নে প্রাণ ধারণ করেনি, সেই লোক অনায়াসে হাস্‌তে হাস্‌তে একজনের প্রাণ নষ্ট কত্তে চায় এটা কি আশ্চর্য্য কথা নয়? বলুন দেখি যুবরাজ এক দিনও আপনি আপনার অর্থে আপনাকে প্রতি—পালন করেছেন কি? যদি তা করে থাকেন তবে বিলম্বের আবশ্যক কি? এখনি আমার প্রাণদণ্ড করুন আর তা যদি না করে থাকেন তবে আমি জিজ্ঞাসা করি যে এটা

কি আপনার পক্ষে আশ্চর্য্যজনক কাজ হবে না?

কিষ। (তরবারি ভূতলে ফেলিয়া) আচ্ছা মতিয়া, তোমার বুদ্ধি এবারও তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌লে। আমি যাব। আগে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌ব, তারপর তোমার প্রাণদণ্ড কর্‌ব।

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। সখী বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটেছে। রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ হওয়ায়, রামদাস হিংসা করে বিষ খেয়ে মরেছে আর অম্বিকে গলায় দড়ী দিয়ে মরেছে।

কিষ। তা হোক্‌ মতিয়া আমি অর্থোপার্জ্জনের জন্য যাচ্ছি। যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তখন বিবেচনা কর্‌ব।

মতি। আমি কোথায় থাক্‌বো প্রাণেশ্বর? এখন যে আমি তোমারই; সিন্ধুরাজ্যে যদি এরা থাক্‌তে না দেয়?

কিষ। (স্বগতঃ) মতিয়াকে অযোধ্যায় নিয়ে যাই। সেখানে কারাগারে রেখে, অর্থোপার্জ্জন করে ফিরে এসে যা উচিত হয় তাই কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) ভাল মতিয়া তোমাকেও আমি অযোধ্যায় রেখে যাব।

---

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

### গুজরাট।

কক্ষ।

মথুর আসীন।

মথু। হয়ে ও হ'লনা। যুবরাজ বুঝেও বুঝ্‌তে পাল্লেন না। রাজকুমারী যে কলঙ্কিনী নন, তা রামদাস আর অম্বিকের অপঘাত মৃত্যুতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু নিজের উপার্জ্জিত অর্থে আপনাকে প্রতিপালন কর্ব্বেন এ প্রতিজ্ঞায় কিছুতেই বাধা দিতে পারা গেলনা। কুমারী মতিয়ার সেই কথা তাঁকে এতই উত্তেজিত করেছিল যে তাতে বাধা দেওয়া সকলের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাই বলে কি এই চঞ্চল প্রকৃতি যুবকের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য, করা সম্ভব। সামান্য কারণে যার হৃদয়ে চিন্তার তরঙ্গ বহে যায়, সামান্য কারণে যার মানসিক বৃত্তি নিস্তেজ হয়ে যায়; সামান্য কারণেই যার চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মায়, তাঁর পক্ষে কি ব্যবসা করা সম্ভব! বিদেশে এসে একটা কুহকে পড়ে প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হতে পারে। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। মন্ত্রী মহাশয়কে বলে, মহারাজের মত নিয়ে সখীদের সঙ্গে কুমারীকে গুজরাটে নিয়ে এয়েছি। যুবরাজও আজ

গুজরাটে এসে পৌছেছেন। যাই হোক্ এ ব্যবসায় তার শিক্ষার চূড়ান্ত করে দে'ব।

( প্রস্থান )

( মতিয়ার প্রবেশ )

মতি। ( স্বগতঃ ) এখনওত কই কোন খবর এলনা! পথে কি কোন বিপদ ঘটলো নাকি! আর বিপদ ঘটাই সম্ভব। তাই যদি না হবে, তবে কেন আমার মুখ থেকে অমন কথা বার হ'ল! অভাগিনী আমি—প্রাণের দায়ে যে কর্কশ কথা বলেছিলেম তার পরিণাম এইবার বুঝ্‌তে পার্‌ব। মথুর বলেছে—'আজ যদি জাহাজ না আসে তবে ফিরে যেতে হবে। কারণ আজ তাঁর এখানে পৌছোবার শেষ দিন। গুজরাটে আসতে হ'লে এর চেয়ে বেশী সময় লাগেনা আজ না এলে জানা যাবে যে তিনি গুজরাটে এলেন না, আজ কোন সংবাদ না পেলে জান্‌তে পার্‌বো যে মতিয়ার মাথায় বাজ পড়েছে। মতিয়ার সুখ-স্বচ্ছন্দে বিধাতা বাদ সেধেছেন। ভগবান! দয়াময় দোহাই তোমার প্রভু দয়া কর দেখো প্রভু যেন আশায় জলাঞ্জলি দিতে না হয়।

গীত।

বিধি কি সাধিবে সাধে বাদ।
আশার আশে কি ঘটিবে পরমাদ॥
মিনতি তোমায় হে
কর করুণা হরি অধিনীরে রাখ রাঙ্গাপায়,
রাখ বিপদে প্রাণনাথে ঘুচাও অবসাদ॥

( সখীদ্বয়ের প্রবেশ )

১ম স। সই ভাবনা কি ভাই? সদা সর্ব্বক্ষণ এমন করে ভাবা কি উচিত?

২য় স। তাইত ভাই এতে শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে।

মতি। সই দেখ দেখি মথুর এল কি না? মথুরের আশাপথ চেয়ে আমি রয়েছি।

( মথুরের প্রবেশ )

এই যে মথুর খবর কি?

মথু। খবর? কিসের খবর?

মতি। সেকি মথুর? তোমারও মুখ থেকে কি সত্যই একথা বার হ'ল। বল, সত্য করে বল কোন সংবাদ পেয়েছ কি না?

মথু। উতলা হবেন না। কতক সংবাদ আজ পেয়েছি।

মতি। কতক সংবাদ? ভাল, কি জান্‌তে পেরেছ আমায় বল।

মথু। অত ব্যস্ত হলে আমি বলতে পারবোনা, সমস্ত ভুলে যাব।

মতি। আচ্ছা তুমি আস্তে আস্তে বল।

মথু। আজ অন্দরে গিয়েছিলুম, সেখানে দেখে এলুম যে আমাদের যুবরাজের জাহাজ এসে পৌঁছেছে, অম্‌নি খবর দিতে ছুটে এয়েছি।

১ম স। দেখুন ত আমাদের সই ভেবেই সারা হচ্ছিল।

মথু। তা এখন কি পুরস্কার পাব বলুন!

মতি। মথুর তোমার যাতে তৃপ্তি হয় সেই পুরস্কারই তুমি পাবে তোমার ঋণ মতিয়া ইহজন্মে কখন ভুল্‌তে পার্‌বে না।

মথু। এখন এই পর্য্যন্ত জেনে থাকুন। তারপর আরও খবর যা হয় কিছুপরে জান্‌তে পার্‌বেন।

মতি। তবে তুমি যাও।

মথু। ঐত বল্লুম আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি যাচ্ছি কিছু পরে কত কি খবর জানতে পার্ব্বেন।

মতি। দেখবেন, সাবধান।

মথু। যদি মথুরের সে ভয়ই থাকৃতো তা হ'লে আর এ কাজে হাত দিতনা। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। যখন জান্‌তে পেরেছি, তখন নিশ্চয়ই জান্‌বেন যে আমার বাসনা পরিপূর্ণ হবেই হবে।

(প্রস্থান)

২য় স। আর কি ভাই চল এখন একটু হাওয়ায় বসিগে।

মতি। এখনও সমস্ত ভাবনাই রয়েছে সই। যদি যুবরাজকে মথুর কৌশলে ফেলতে পারে তবেত ?

১ম স। তোমার কি বিশ্বাস হয় যে তিনি একাজ কত্তে পারবেন না নাকি?

মতি। তা কি ভাই, তবে কি জান।

(সকলের প্রস্থান)

---

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

## গুজরাট।

দরদালান।

অম্বু ও জম্বু আসীন।

অম্বু। বুঝলে জম্বু ভায়া। বাবা এ মাছ যদি একবার চারে পড়ে, বুঝলে—আর যদি একবার টোপটা মা কালীর ইচ্ছেয় গেলে, বুঝলে বাবা— তা হ'লে এসা খেঁচ লাগাব যে এ কাটামোয় আর ভাব্‌তে না হয়। বুঝলে বাবা। যখন পয়সা আসে তখন চোখে কাণে দেখ্‌তে পাই না খুব খরচ করি। দেদার খরচের ধমকে সব ফুরিয়ে যায়। ফের টান পড়ে, খাঁক্তির চোটে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়, প্রাণে বড় কষ্ট হয়। এবারে যদি কিছু পাইত বাবা এমনি বাঁধুনি কর্‌বো, যে এ উমোর ভোর আর কিছু ভাব্‌তে না হয়। শুন্‌চি নাকি এ হচ্চে অযোধ্যার মহারাজের ছেলে। সক্ করে ব্যবসাদারি কর্‌তে এয়েছে।

জম্বু। রেখে দাও তোমার মহারাজের ছেলে। ওরে বাবা এই বয়সে কত গণ্ডা রাজা উজীর দেখলুম, কত বড় বড় লাখ্-পতি, ক্রোরপতিকে পথের কাঙ্গাল করে সর্ব্বস্ব নিলুম্ তাতেই বড় কিছু জমাতে পেরেছি, তা এই বার। ওরে বাবা কার পয়সা কে খায়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? কত ব্যাটার পয়সা আমাদের কাছে এসে জুটে যায়। আবার

আমরা সে সব মদে আর মেয়ে মানুষের পায়ে ঢেলে দি। তা যদি না হ'ত ত আমাদের নাগাল পায় কে ; এই বয়সে কত উপায় করেছি, আবার উড়িয়ে দিয়ে যে কে সেই হ'য়ে গেছি। সেই মনে হয়, সেই সে বারে কে একজন রাজা না মহারাজা নাকি আসে ?

অম্বু। হাঁ হাঁ মনে পড়ে।

জম্বু। তার সঙ্গে লাক টাকা করে বাজীর জুয়া খেলা আরম্ভ হয়। এক রাত্তিরে প্রায় আমি দুক্রোর টাকা জিঁতি। বলি বাবা সে টাকা রইল কি ? সেই হতভাগা মাগীটের পাল্লায় পড়ে সব ধুলোর মতন উড়ে গেল আবার যে কে সেই হয়ে গেলুম।

অম্বু। সেই দুঃখেই ত আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে এবার পেলে নষ্ট কর্‌ব না।

জম্বু। তুমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লে হবে কি ? যদি যাবার হয় ত ফের যাবে। সে তুমি হাজারই ওড়াবে না বল আর হাজারই লুকিয়ে রাখ, যাবেই যাবে।

অম্বু। ওহে জম্বু ভায়া চুপ্‌ কর, তিনি আস্‌ছেন। আপাততঃ একটা ব্যবসা ট্যবসার কথা কও ও সব বাজে কথা এখন একেবারে চেপে যাও।

জম্বু। কিছু চিন্তা নেই, অম্বু ভায়া আমি হুঁসিয়ার আছি তুমি সাবধান।

অম্বু। ( উচ্চৈঃস্বরে ) আরে মশাই আপনি বোঝেন না আমার কথার অমত করাটা আপনার সেবার নিতান্ত অন্যায় হয়ে ছিল তা জানেন।

জম্বু। আজ্ঞে, আগে কি আর তা বুঝ্‌তে পেরেছিলুম্? এখন, জান্‌তে পাচ্চি যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করেছিলুম্। তা যাই হোক্ এবার থেকে আমি আর আপনার কথা না শুনে আর কোন ব্যবসাই কর্‌বো না।

অম্বু। তবে ঐ যে তুলো টা আমি কিনিয়ে দিয়েছি ও থেকে যেমন করেই হোক্ মণকরা একটা টাকা এ নির্ঘাত লাভ হবেই হবে, তা যদি না হয়, তবে আমার নাম অম্বুই নয় জান্‌বেন।

জম্বু। তা দেখুন, আপনার অনুগ্রহ।

কিষ। এই যে আপনারা এসেছেন। তা ভালই হয়েছে আমার সম্বন্ধে আপনারা কি রকম ব্যবস্থা কল্লেন? আমি শীঘ্রই বিনিময় আরম্ভ কর্‌বো মনে কর্‌ছি।

অম্বু। আজ্ঞে, সমস্তই ঠিক্ ঠাক করেছি। প্রথমে আমি মনে কর্‌ছি আপনাকে দিয়ে কিছু এলাচ কেনাব।

কিষণ। তা মন্দ কি!

অম্বু। কারণ গুজরুটী এলাচের দর, দিন দিন যে রকম বাড়ছে তাতে শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবেন, যে রাজ্যময় একটা হুলুস্থুল লেগে যাবে। সুতরাং যদি খুব বেশী রকম এলাচ ধরে রাখা যায়, তা হ'লে বিলক্ষণ লাভ হওয়া খুবই সম্ভব।

জম্বু। মহাশয় আমিও কিছু কিন্‌বো কিন্‌বো মনে করছি কি বলেন?

অম্বু। ভালই ত, খুব উত্তম কথা। ব্যবসা কত্তে কি আবার বাধা আছে নাকি? খুব কিনুন, খুব কিনুন, দেদার কিনুন। লাভ হতেই হবে, আর বিশেষ আমি যখন এর মধ্যে আছি

তখন নির্ভাবনায় কিনুন। আমি খুব এ করে বল্‌তে পারি, যে আপনাদের লোক্‌সান, তা কিছুতেই, কোন প্রকারেই হবেনা।

জম্বু। তা আপনি যা মত কর্‌বেন, আমার তাতে সম্পূর্ণ মত।

কিষণ। আমারও মত। আপনি যাতে সুবিধা হয় সেই রকম করে আমার ব্যবসার সূত্রপাত করিয়ে দিন। আমি আপনাকে বিলক্ষণ রূপে পুরস্কার দেব।

অম্বু। আজ্ঞে দেখুন, আমার বরাতের উপরই সে সমস্ত নির্ভর কচ্চে, কি বলেন মশাই?

জম্বু। তার আর সন্দেহ আছে।

অম্বু। তবে আমাদের আজকের মত ক্ষমা করুন, আজকের মত আমাদের বিদায় দিন। কাল আপনার সঙ্গে এ বিষয়ের একটা খুব পাকা বন্দোবস্ত কর্‌বো বুঝ্‌লেন। আজ আমাদের একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিষণ। কি প্রয়োজন?

অম্বু। আজ্ঞে হেঃ হেঃ হেঃ।

জম্বু। আজ্ঞে হ্যাঁ একটু প্রয়োজন আছে।

কিষণ। আমি কি তা শুনতে পাইনা?

অম্বু। আজ্ঞে হ্যাঁ, কি জানেন, আমাদের আজ একটা বড় খেলা আছে।

কিষণ। কি খেলা?

অম্বু। আজ রাত্রে একটা ভারি মজলিস্‌ আছে।

কিষণ। কিসের মজলিস্‌?

অম্বু। আজ্ঞে আজ রাত্রে দুজন রাজায় রাজায় পাশা খেলা হবে, সেই জন্য আমাদের যেতে হবে।

কিষণ। পাশা খেলা হবে তার জন্ম যেতে হবে ?

অম্বু। আজ্ঞে হাঁ, বাজী রেখে পাশা খেলা কিনা! খুব আমোদের খেলা। যদিও জুয়াখেলা নয় তবে বাজী রেখে খেলা এই যা বলেন। বাজী রেখে পাশা খেলা হবে। অনেক বড় বড় লোক আসবে।

কিষণ। (স্বগতঃ) রাজায় রাজায় খেলা হবে অনেক বড় বড় লোক আস্‌বে, গেলে হয়, দেখলে হয়, বিদেশে বিশেষ ব্যবসার পক্ষে পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আলাপ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

জম্বু। (জনান্তিকে) অম্বুহে মাছ বুঝি জালে পড়্‌লো।

অম্বু। (জনান্তিকে) তা হ'লেত দফারফা করেদি

(প্রকাশ্যে) মহাশয় ভাবছেন কি ? আমাদের বিদায় দিন।

কিষণ। আজ্ঞে আমি বল্‌ছিলুম কি যে, আমার সেখানে যেতে কোন বাধা আছে কি ?

অম্বু। বাধা! কিসের বাধা ? কোন বাধা নেই। সেখানে কারুরই যাবার আপত্তি নাই। আপনার মত ভদ্রলোক গেলে তাঁরা সকলেই আরও কত আনন্দিত হবেন।

কিষণ। তবে আমি যেতে ইচ্ছা করি।

অম্বু। যে আজ্ঞে।

কিষণ। খেলা কখন আরম্ভ হবে ?

অম্বু। আপনার যখন যাওয়া মত হয়েছে, তখন আমি স্বয়ং এসে খেলা আরম্ভ হবার আগেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। যুবরাজ এক জন স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চায়।

কিষণ। স্ত্রীলোককে আবার ? আচ্ছা নিয়ে এস।

প্রহ। যে আজ্ঞা।

( প্রহরীর প্রস্থান )

অম্বু। তবে আমি এখন আসি।

কিষণ। যে আজ্ঞে। যেন মনে থাকে।

জম্বু। আমি ও আসি।

কিষণ। যে আজ্ঞে।

( উভয়ের প্রস্থান )

( স্ত্রীবেশে মথুরের প্রবেশ )

কিষণ। কে তুমি ?

মথু। আজ্ঞে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না, সে অনেক কথা। তবে যে জন্য এয়েছি, যদি দয়া করে শোনেন তা হলে বড় উপকার হয়।

কিষণ। ভাল তাই বল।

মথু। শুনৃলেম আপনি একজন রাজা লোক। আমার মনিব মারা গিয়াছেন, মনিব ঠাকরণ বড় বিপদাপন্ন হয়েছেন, তাঁর যদি একটু উপকার করেন তাহলে ভগবান আপনার ভাল কর্ব্বেন। আপনি ভিন্ন সে উপকার পাবার আশা অন্য কারুর নিকট নাই। সেই জন্যই আপনার কাছে এয়েছি।

কিষণ। কি প্রয়োজন বল।

মথু। আজ্ঞে মনিব মারা যেতে মনিব ঠাকরণের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে হঠাৎ তার অনেক গুলি দেনা বেরিয়েছে। আমার মনিব ঠাকরণ কিন্তু বড় ভাল লোক তিনি সে

দেনাগুলি শোধ কত্তে ইচ্ছে করেন। তাঁর অনেকগুলি ভাল ভাল জড়োয়া গহনা আছে, সে গুলি বেচেও যদি দেনা শোধ যায় তাও তিনি কর্ব্বেন, মতিমুক্তার হীরার সেই সমস্ত গহনা গুলি কেনবার লোক আপনি ভিন্ন আর কেউ নাই। যদি আপনি দয়া করেন তবেই সে বিষয়ের কিছু কিনারা হয় আর বিশেষ, তিনি সে গুলি অর্দ্ধেক দামে বেচতেও রাজী আছেন।

কিষণ। ভাল কথা। তা তুমি সে গুলি নিয়ে এস, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি সে গুলি কিনবো।

মথু। আজ্ঞে তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? সেই কথাই ত বলছি। তিনি সে গুলি বিশ্বাস করে কারুর হাতে দিতে চান না। যদি দয়া করে কষ্ট স্বীকার করে একবার আসেন তাহলে বড় ভাল হয়।

কিষণ। আচ্ছা সে বিষয়ে আমি বিবেচনা কর্‌বো। কখন গেলে সুবিধা হবে?

মথু। আপনার সুবিধা অসুবিধাতেই আমাদের সুবিধা অসুবিধা। আপনি যখন যেতে ইচ্ছা করেন তখনি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

কিষণ। আচ্ছা তুমি বৈকালে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর আমি যাব, গিয়ে দেখে আস্‌ব।

মথু। যে আজ্ঞা তবে এখন আমি আসি। (স্বগতঃ) বাবা এইবার ফাঁদে ফেল্‌বোই ফেল্‌ব। সদাগরী, সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে মনের সাধ পরিপূর্ণ করব। গিন্নীর মতির মালার সাধ এবার মেটাবই মেটাব।

(প্রস্থান)

কিষণ। ( স্বগতঃ ) যখন ব্যবসা করতে বেরিয়েছি তখন জিনিষ কিনতে কিছুমাত্র দোষ নাই। আর বিশেষ যে রকম শুনলেম তাতে অর্দ্ধেক দামে যদি পাই তা হলে বোধ করি বিশেষ রকমই লাভ হতে পারে।

( প্রস্থান )

( রাজ ভৃত্যের প্রবেশ )

রা-ভৃঃ। এইবারে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অল্প জায়গা, আর ভাড়াটে বাড়ী—বেশী যায়গাই বা পাব কোথা ? এত আর রাজবাড়ী নয়, যে এক একটা ঘর পাঁচ সাত শ হাত করে লম্বা। এ হেথাকার জিনিষ হোথা নিয়ে যা; আবার হোথাকার জিনিষ হেথা নিয়ে আয়। খালি নাড়ানাড়ি আর নাড়াচাড়ি; যাই এ আসবাব গু একটা নিয়ে যাবার হুকুম হ'য়েছে ও ঘরে এগুলো নিয়ে যাই।

( প্রস্থান )

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

## গুজরাট।

কক্ষ।

( স্ত্রীবেশী মথুরকে লইয়া অম্বু ও জম্বুর প্রবেশ )।

অম্বু। বল্ বেটী বল্, তুই কোথায় ছোঁড়াটাকে লুকিয়ে ফেলি ?

জম্বু। ( ছোরা বাহির করিয়া ) বল্ বল্ নইলে বসালুম ছোরা

দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ত? অ্যাঁ বেটী এতটা আশা ভরসা একেবারে জল করে দিতে বসেছিস্?

মথু। (স্বগতঃ) এইরে সেরেছে। ওরে বাবা! দুটো আকাট গোঁয়ার গুণ্ডা যে! এইবারে বুঝি বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়। (প্রকাশ্যে ক্রন্দনের সুরে) ওগো গিন্নীগো এইবার তোমার মতির মালার জন্য প্রাণ বুঝি যায় গো বাবা—

অম্বু। ন্যাকা বেটী কাঁদতে সুরু কর্‌লে! রেখেদে তোর পাগ্‌লামো রেখেদে তোর ন্যাকামো। যা জিজ্ঞেস্ কচ্চি তার জবাব দে। বেটী কোথা থেকে কিনা মতির মালার কথা বের কল্লে।

মথু। বলি ধমকাও কেন বাবা। ঐ কথাইত বল্‌ছিলুম্। যাঁর কথা বল্‌ছ বাবা-ওগো বল্লে কি তোমরা বিশ্বেস কর্‌বে গা?

জম্বু। কর্‌ব, কর্‌ব। বলে যা, কাঁদুনী রেখেদে।

মথু। তবে শোন বাপ সকল। সেই-তিনি বাবা, এক জায়গায় এক ছড়া মালা কিন্‌তে গিয়ে, যেই মালায় হাত দিয়েছেন্ আর অম্‌নি পাথর।

অম্বু। পাজী বেটীর যত বদমায়েসী কথা। বল্ সত্যি বল নইলে মলি।

মথু। ও বাবা হয় না হয় দেখবে চল।

জম্বু। চল্ হতভাগা মাগী শিগ্‌গীর চল্। সব গেল বাবা সব গেল অ্যাঁ বেটী সব মাটী করেছিস্।

মথু। (স্বগতঃ) আজ তোমাদেরি একদিন আর আমারই একদিন।

(সকলের প্রস্থান)

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

## গুজরাট

কক্ষ।

চামেলী ( মতিয়া ) ও কিষণলাল আসীন।

চামে। কই প্রাণেশ্বর টাকাত এখনও এল না। তুমি বল্লে এসে পড়বে, তারপর কই। ছিঃ একজন অবলাকে ফাঁকি দেওয়া কি পুরুষমানুষের উচিত?

কিষণ! চামেলি! প্রিয়তমে! আমার মনে ভাল রকমই বিশ্বাস আছে, যে টাকা শীঘ্রই এসে পৌছবে। আমি যে রকম ভাবে লোক পাঠিয়েছি তাতে যত শীঘ্র সম্ভব টাকা পাঠান এবং পাওয়া উচিত। যাই হোক্ তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পাচ্চনা চামেলী? তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর?

চামে। সত্য সত্যই এখন যেন তোমায় কেমন এক রকম বলে বোধ হয়। এখন তোমার কথায় যেন আমার বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছে হয় না। আর বিশেষ রাজা রাজড়ার কথায় বিশ্বাস করা বড় আহাম্মুকির কাজ। কারণ তারা এই বলে আবার তখনি ভোলে। যাদের এমন কাজ তাদের বিশ্বাস করা কি উচিত?

কিষণ। সেকি চামেলী! আমি কি তোমার সঙ্গে একদিনও প্রতারণার কথা কয়েছি, একদিনও কি তোমায় প্রবঞ্চনা

করেছি? চামেলি! তুমি অমন কর্কশ কথা ব'লনা তোমার মুখ থেকে অমন কথা শুনলে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

চামেলী। তুমি প্রবঞ্চনা করনি সত্য, কিন্তু যখন মিথ্যা কথা বলেছ, তখন প্রবঞ্চনা কর্‌তেই বা কতক্ষণ।

কিষণ। ভুল তোমার চামেলী।

চামেলী। কখনই ভুল নয়, আচ্ছা মনে কর তুমি মহারাজের কাছে লোক পাঠিয়েছ কেমন? বেশ, তিনি যদি এবার টাকা না দেন।

কিষণ। তা কখন হতে পারেনা।

চামেলী। মনে করনা পারে। এই ধর তুমি এয়েছ সদাগরী কত্তে, এখন আমায় ভালবেসে তোমার সব গুলিয়ে গেল, লাভ ত উথলে উঠলো। ওদিকে মহারাজ মনে কচ্চেন যে যুবরাজ সদাগরীটা জাঁকিয়েছেন ভাল। কারণ হপ্তায় হপ্তায় টাকা চাই। হপ্তায় হপ্তায় টাকার জন্য লোক যাচ্ছে, সে লোক না ফির্‌তে ফির্‌তে আবার লোক যাচ্ছে। অর্থাৎ মোটের উপর টাকার জন্য সেখানে ধর একটা লোক হাজির আছেই। এখন তিনি যদি বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ দেন তখন উপায়? তোমার উপায় কি হবে? তুমি রাজা, আমি ভিখারিণী, আমার কি হবে তা বলতে পার?

কিষণ। তোমার? তোমার চামেলী? যতদিন কিষণলালের দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন তুমি ভেবনা; ততদিন তোমায় সুখের সাগরে ডুবিয়ে রেখে দেব, ততদিন তোমায় রাজরাণী করে রাখ্‌বো।

চামেলী। তুমি কি আমায় এতই ভাল বাস ?

কিষণ। বাসি চাঁমেলী।

(নেপথ্যে শব্দ)।

চা। ওকি, কি শব্দ হ'ল ? নয়না ! নয়না ! কই নয়না কোথায় ? অনেক ক্ষণ সেত গেছে, এখনও কি সে ফেরেনি ?

কিষণ। দেখি চামেলী কি শব্দ হ'ল।

(নয়নার বেশে মথুরের প্রবেশ)।—

এই যে নয়না।

নয়। কেন গা !

কিষ। কি শব্দ হ'ল জানিস্ কি ?

নয়। (স্বগতঃ) এখন ভাঙ্গছি না ! সময় হোক্ তখন বল্‌ব। (প্রকাশ্যে) ও কিছু নয় আমিই শব্দ করেছি। শুনেছিলুম্ এদেশে বড় চোর ডাকাতের ভয় বলে, নাকি-সকলে চোর কুটুরী করে রেখে দেয়। আজ হঠাৎ কেমন তাই দেখবার ইচ্ছে হ'ল। সেই ঘর খোলা আর বন্ধ করায় ঐ শব্দ হয়ে ছিল।

চামে। বাঁচলুম্, আমি মনে করেছিলুম্ কি, না, কি হয়েছে।

কিষ। আমিও ত মনে করেছিলুম্।

নয়। (স্বগতঃ) আমিও মনে করেছিলুম্ যে আজ যাহোক্ একটা কাণ্ড ঘট্‌বে।

কিষ। চামেলী একটা গান বল।

চামে। গান ? আচ্ছা—

গীত।

চামেলী ! ভাল বেসে যেন ভুলনা আমায়।
ফেলিয়ে প্রেমফাঁদে ভাসাইওনা অবলায়॥
জীবন যৌবন সকলি তোমার
জেনেছি নাগর তুমি হে আমার
মজিয়ে ও রূপে যেন পরাণ না যায়॥

কিষণ। চামেলী অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল এখানে এয়েছি একবার যাই ঘুরে আসি। একবার দেখিগে অযোধ্যা থেকে লোক ফিরেছে কি না।

চামে। তবে তুমি আমায় ভাল বাস না ?

কিষ। সে কি চামেলী প্রিয়তমে তুমি বল কি ? তোমায় ভালবাসি না ? তোমার জন্য প্রতিজ্ঞা ভুলেছি, সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছি, উন্মত্ত হয়েছি আর—

চামে। আর কি থামলে যে ?

কিষ। রাজার ছেলে হয়ে ভিখারী হতেও কুণ্ঠিত হইনি। চামেলী, দিন রাত আমার জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, খালি ঐ ঐরূপ, ঐ সুন্দর রূপ দেখি। জ্ঞানহারা হয়ে যাই, তবু দেখি, তবু তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখি। তবু কি চামেলী তোমার বিশ্বাস হয় না যে আমি তোমায় ভাল বাসি ?

চা। তবে যেতে চাও কেন ?

কিষণ। তোমারই জন্য। তুমি বল তোমার অনাটন হবে। প্রাণে বড় কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় উড়ে যাই, গিয়ে তোমার অভাব পূরণ করি। যাতে তোমার তৃপ্তি হয় তাই এনে দি। তা না হলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার এক দণ্ড ও ইচ্ছা করে।

চা। তবে যাও, কিন্তু যত শীঘ্র পার তোমায় আসৃতে হবে।

কি। আচ্ছা।

(কিষণলালের প্রস্থান)

চামে। মথুর আর নয়, আর কৌতুকের সময় নাই। এইবার যে সমস্ত পরামর্শ হয়েছিল তার উদ্যোগ করগে! না হলে ক্রমশঃ আবার নতূন বিপদ্ ঘট্তে পারে।

মথু। তবে আমি আবার সাজিগে যাই।

চামে। যাও। আমি ও যাই।

(মথুরের প্রস্থান)

চামে। অভাবে মানুষ সব কত্তে পারে! চুরি কর্তে পারে, ডাকাতি কর্তে পারে, খুন কর্তে পারে। পৃথিবীতে যে কোন দুষ্কর্ম্মের দ্বারা উপায় হতে পারে, তা সমস্তই কত্তে পারে, তবে যখন যুবরাজের অভাব হয়েছে, তখন আমাদের আর দেরী করা উচিত হয় না।

(প্রস্থান)

---

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

---

## গুজরাট।

---

কক্ষ।

কিষণলাল আসীন।

কিষণ। তাইত কি হল? এখনও ত লোক ফিরে এলনা। লোকের আশায়, অর্থের আশার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাণ

ওষ্ঠাগত হয়ে গেল, কই তবুও ত কেউ এলনা। ওঃ তারা বোঝেনা যে আমার প্রাণ কি রকম হচ্চে। তারা যদি ব্যথার ব্যথী হ'ত, তা হলে বুঝ্‌তে পার্‌তো যে আমার অবস্থা কেমন এখন। টাকা না পেলে চামেলীর কাছে যাবার কোন উপায় নাই। টাকা এলে তবে যাব, না হলে সে বড় অপমান করবার ইচ্ছা করে, বড় কর্কশ কথা বলে। কিন্তু না দেখেও যে থাকৃতে পারিনা; যারে না দেখ্‌লে পলকে প্রলয় হবে ভাবতুম্ তারে না দেখেই বা কিরকম করে থাকৃবো! আর আজ মতিয়ার কথা মনে পড়েছে—সেই সুন্দর মুখ, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য আজ মনে পড়েছে; এইকি আমার ব্যবসা? এইকি আমার উপার্জ্জন? চামেলী, সর্ব্বনাশী তুইই আমার সর্ব্বনাশের মূল।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। যুবরাজ তিনি এয়েছেন।

কিষ। তিনি কে?

প্রহ। আজ্ঞে নামটা স্মরণ হচ্চেনা সেই মধুর মশাই না কি মশাই।

কিষ। ওঃ বুঝতে পেরেছি, মথুর এয়েছে?

প্রহ। আজ্ঞে হাঁ, ঐ নামই বটে, তিনিই বটে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আপনার আদেশ হ'লে এসে আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে ইচ্ছা করেন।

কিষ। যাও নিয়ে এস।

প্রহ। যে আজ্ঞা।

(প্রহরীর প্রস্থান)

যখন মথুর এয়েছে, তখন একটা যাহোক কিছু হয়েছে।

বাবা, যখন মথুরকে পাঠিয়েছেন তখন কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে। হয়ত তিনি জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন, যে, এত টাকা খরচ হচ্চে কেন? আমি বোল্‌বো, এটা ত ব্যবসা। আমিত ব্যবসা কত্তে এয়েছি তা ব্যবসা কত্তে গেলে লাভ লোকসান তা হয়েই থাকে, তবে আমার এই প্রথম উদ্যোগ কাজেই বড় লোকসান হ'য়ে গেছে। কিন্তু সম্ভবতঃ আর লোকসান হবেনা। কিন্তু তাই বা বল্‌বো কেমন করে? আবার ত টাকার দরকার হবে তখন? হায়! হায়! ধিক্ আমাকে। তা হ'লে কি জবাব দেব, কি উত্তরে পিতাকে সন্তুষ্ট করব! ওঃ আমি চামেলীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশই করেছি। পিতার কাছে অপমানিত হ'তে হবে লাঞ্ছিত হতে হবে। না আর যাবনা, আর চামেলীর বাড়ীর পথ দিয়েও যাবনা। এবার যদি টাকা পাই তবে প্রকৃত ব্যবসা কর্‌ব, টাকা উপার্জ্জন করে অযোধ্যায় ফিরে যাব। রাজকুমারী মতিয়ার প্রণয়ে আবদ্ধ হব।

(মথুরের প্রবেশ।)

কিষ। কি মথুর যে। রাজ্যের সংবাদ ভালত?

মথু। আজ্ঞে যুবরাজ ক্ষমা কর্ব্বেন। রাজ্যের খবর আমি ঠিক আর ঠিকই বা কেন, আমি কিছুই জানিনা।

কিষ। তবে তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ।

মথু। আজ্ঞে আপাততঃ আমি অনেক দূর থেকেই আস্‌ছি

কিষ। তবু কোথা থেকে?

মথু। আজ্ঞে আমি লঙ্কা থেকে আস্‌ছি।

কিষ। লঙ্কা থেকে! সে কিরকম কথা?

মথু। আজ্ঞে হাঁ। আশ্চর্য্য হচ্চেন যে দেখছি? তা হতে পারে! আপনি আশ্চর্য্য বোধ কত্তে পারেন। কিন্তু আমি প্রকৃত কথাই বল্‌ছি, তবে শুনুন,—আপনি যেদিন অযোধ্যায় গিয়ে মহারাজের আদেশ নিয়ে, বাণিজ্যের জন্য রাজ্য ছেড়ে চলে আসেন, আমিত সেই দিন আমার জিনিষ পত্র বেচে কিনে ব্যবসা করবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে, বরাবর সোজা দক্ষিণ মুখো হয়ে একেবারে লঙ্কায় চলে গিয়ে এক দড়ীর কারবার করে, আর একখানা ডোবা জাহাজ কিনে এত লাভ করেছি, যে, কি আর বল্‌বো আপনাকে। বিশেষ ডোবা জাহাজ খানায় এত মতি মুক্তা পেয়েছি যে একটা রাজার রাজ্যে তত আছে কি না সন্দেহ। লাভ হতেই চ'লে এলুম। তারপর এখান দিয়ে যেতে যেতে জাহাজ দেখে সন্দেহ হ'ল। মনে কল্লুম এ জাহাজ আমাদের যুবরাজের ভিন্ন আর কারো হতে পারে না। এই ভেবে খুঁজে খুঁজে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এয়েছি। তা আপনার কেমন লাভ টাভ হ'ল।

কিষ। বটে! তুমি এত লাভ করেছ। আমার ত সমস্তই লোকসান হয়ে গেছে। আবার টাকার জন্য লোক পাঠিয়েছি।

মথু। দেখুন যুবরাজ, আমি বাড়ী ফিরে যাব মনে কর্‌ছিলুম্ কিন্তু আমার যাওয়া হ'ল না। আশায় আমায় বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। মনে কর্‌ছি আরও কিছুদিন ব্যবসা করে তবে দেশে ফির্‌বো তা আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল ভালই হ'ল। আমার সে সমস্ত টাকা, সে সব মতি, মুক্তা, হীরে টীরে গুলো নিয়ে ঘুরতে ফির্‌তে বড় সাহস হয় না কারণ

শেষকালে ডাকাত টাকাতের হাতে পড়ে কি, প্রাণটা অবধি খোয়াব? তা আপনি যদি এগুলির ভার নেন, তা হ'লে আমি কিছুদিন তুরস্ক দেশে বাণিজ্য কত্তে যাই।

কিষ। (স্বগতঃ) মন্দকি? আমারও টাকার দরকার পড়েছে। এখন না হয় এর টাকা থেকেই খরচ চালাব, তারপর মহারাজ টাকা পাঠিয়ে দিলে শোধ দেব।

মথু। কি যুবরাজ, ভাবছেন্ কি? আমার আশা কি সফল হবেনা? আর আপনার দয়া ভিন্ন উপায়ও দেখ্‌তে পাচ্চি না, কারণ কার কাছে সাহস করে এ সমস্ত রাখবো।

কিষ। বেশ কথা তুমি রাখতে পার। কিন্তু যদি তোমার ফিরে আস্‌বার পূর্ব্বে আমি রাজ্যে ফিরে যাই তা হ'লে কি হবে?

মথু। তা হ'লে আপনি যদি দয়া করে, আপনার জাহাজে তুলিয়ে নিয়ে যান ত কোন গোলই থাকবে না।

কিষ। তবে তুমি চল দেখি কি রকম লাভই তোমার হয়েছে।

মথু। যে আজ্ঞে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আঃ বাঁচা গেল। পেত্নীটা পালিয়েছে না হাড় জুড়িয়েছে। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে টাকা গুলো যেন জলের মত বেরিয়ে গেল। ছুঁড়ীটা একেবারে চোকে ধুলো দিয়ে যেন একটা কাণ্ড করে গেল!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র। কি হে, কি হয়েছে, অমন কচ্চ কেন?

ভৃ। আরে চুপ কর, চুপ কর। আমার প্রাণে বড় ফুর্ত্তি চেগেছে।

প্র। কেন হে ব্যাপার কি ?

ভূ। আরে সেই পেত্নীটা। হা হা হা ( উচ্চহাস্য )

প্র। পেত্নীটা কিহে ?

ভূ। আরে, তাই হে, তাই, হা হা হা সেই যে কি ছাই চামেলী চামেলী।

প্র। চামেলী ! কি হয়েছে।

ভূ। পালিয়েছে, খানিক আগে পালিয়েছে। বাঁচা গেছে, বল কি হে, এতদিন মহারাজের নেমক খেয়ে এটা দেখতে প্রাণ কর্ কর্ করে না ? টাকা গুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। অ্যাঁ বেটী, বল কিহে, বেটী পালাল। এত গুলা হীরে জহরৎ মহারাজের তা কি না ফাঁকি দিয়ে নিলে ! তা নিগ্‌গে। পালিয়ে যখন গেছে তখন আর ত নিতে পারবে না যা গেছে তাই ঢের কি বল ?

প্র। তার আর সন্দেহ আছে।

ভূ। আমাদের ও প্রাণ বাঁচলো। খালি চামেলীর বাড়ী টানা আর পড়েন ; বাবা প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল।

প্র। তা বাবা বাঁচলুম্ বটে কিন্তু যুবরাজ যদি আর কারুর পাল্লায় পড়েন।

ভূ। সে ভয় আর করোনা। এতটা দেখে কি যুবরাজের চেতন হবেনা ! আমাদের যে হয় হে।

প্র। তবে এই বার গেরো কাট্‌লো।

ভূ। তাইতো বল্‌ছি হে।

প্র। ওহে যুবরাজ আস্‌ছেন আমি পালাই

( প্রহরীর প্রস্থান )

ভূ। যা হোক এখন মা দুর্গা করুন যুবরাজের সুবুদ্ধি হোক্ তা হলেই বাঁচি।

( কিষণ লালের প্রবেশ )

কিষ। চামেলীর খবর এনেছ!

ভূ। আজ্ঞে না যুবরাজ।

কিষ। কেন?

ভূ। তিনি এখানে নাই। আমি কত খুঁজ্‌লুম্ কত লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম্ সকলেই বল্লে তিনি নাই!

কিষ। নাই কি? দেখা হ'লনা ত, খানিকটা বসে দেখা করে এলেনা কেন?

ভূ। আজ্ঞে যুবরাজ যদি সে উপায় থাকতো তা হলে কি আর দেখা করে আন্‌তুম্ না। আজ সকালে তিনি সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়ে এদেশ থেকে চলে গেছেন, সকলেই বলে চলে গেছেন, কিন্তু কোথায় যে গেছেন, আর কেন যে গেলেন, তা ত কই কেউই বল্‌তে পার্‌লে না যুবরাজ। কাজেই অমি ফিরে এলুম।

কিষ। ( স্বগতঃ ) চামেলী গেছে, আচ্ছা যাক্। আর আমি সে রূপের প্রত্যাশী নই। যাকে প্রাণ ভরে ভাল বেসেছিলেম, যার জন্য সামান্য লোকের মত হয়েছিলেম, যারে না দেখ্‌লে প্রাণ থাক্‌বে কিনা ভাবতুম্, সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাল। যে আমার কাছে বলেছে আমি তোমায় বড় ভালবাসি, তুমি কাছে না থাক্‌লে আমি ঘরে থাক্‌তে পারিনা, সেই চামেলী পালাল। যাক্ ক্ষতি নাই আমি যে পাপ করেছিলেম তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই হয়েছে।

যাও চামেলী তোমায় বড় ভাল বেসেছিলেম, তাই এখনও বল্‌ছি যদি অন্য কোথাও গিয়ে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় তা হোক্ তাতে আমি মনে দুঃখ কর্‌বো না। ওঃ এখন সেই মতিয়ার কথা মনে পড়ছে। রাজকন্যা মতিয়া বোধ করি তোমার শাঁপে আমায় এমন করেছে, বিনাদোষে তোমায় কলঙ্কিণী বলেছিলেম এই কি তার পরিণাম? এখন কি করবো, আমি সত্যই কি আবার মহারাজ প্রদত্ত অর্থের আশায় থাক্‌বো! যদি টাকা পাই তবে সত্যই কি ব্যবসা করে তবে অযোধ্যায় ফিরে যাব? না তা নয় এবার এক নূতন কাণ্ড কর্‌ব। রাজপুত্র হয়ে, মহারাজ প্রতাপসিংহের পুত্র হয়ে যা করা উচিত হয় না, তাই কর্‌বো, চুরি করবো; না-না-চুরি নয়,—ডাকাতি কর্‌বো, বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বো মহাপাপ দিয়ে নিজের কলঙ্ক ঘোচাব। মথুরের টাকা নিয়ে সিন্ধুরাজ্যে যাব। আপনি উপার্জ্জন করেছি বলে লোককে জানাব। এ ধনরত্ন আমার নয়, এ কথা কে বিশ্বাস কর্‌বে? মথুরের অর্থ যে আমি অপহরণ করেছি এ কথা বলতেই বা কে সাহসী হবে? তবে এই পরামর্শই ঠিক। আজই পলায়ন যুক্তি সঙ্গত।

(প্রস্থান)

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা।

মতিয়ার কক্ষ।

( পরদায় চামেলী বেশে মতিয়া ও নয়না বেশে মথুর চিত্রিত )

( সখীগণের প্রবেশ )

গীত।

সখীগণ। হাসিয়ে গগণ হাস্‌ছে লো শশী।
হাসে তারা সোহাগ ভরে হাসি দেখে হাসে নিশি॥
হৃদয় চাঁদ পড়েছে ধরা
পুলকে প্রেমে প্রাণ মাতুয়ারা
দেখ্‌বো মোরা হেসে হেসে, চাঁদে চাঁদে মেশামিশি॥

( সখীগণের প্রস্থান )

( কিষণ লালের প্রবেশ )

কিষ। মতিয়া! প্রাণেশ্বরী! কই মতিয়া কোথা গেলে? এস মতিয়া দেখে যাও আমি কত অর্থ উপার্জ্জন করে এনেছি। ( চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) অ্যাঁ একি! এ ছবি কে আঁকলে! এযে সেই ছবি! সেই কুহকিনী চামেলী, সেই

নয়না। একি এ! আমি কি জাগ্রত! না আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না এটা ইন্দ্রজাল! কাকে জিজ্ঞাসা করবো কই কেউত এখানে নাই! মতিয়াই বা গেল কোথায়? (উচ্চৈঃস্বরে) মতিয়া, মতিয়া!

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। কেন প্রাণেশ্বর। এই যে আমি; কেন তুমি অত চিৎকার কর্‌চ, কেন ভয় হয়েছে কি?

কিষ। হয়েছে মতিয়া। আমার প্রাণ যেন হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল। আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি মতিয়া, এ ছবি তুমি কোথায় পেলে?

মতি। কেন? তুমিই তো পাঠিয়ে দিয়েছ।

কিষ। সত্য বল মতিয়া, প্রবঞ্চনা করনা, যথার্থ বল, এ ছবি তোমায় কে এনে দিলে?

মতি। প্রাণেশ্বর তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা! যথার্থই বলছি তুমিই ত পাঠিয়ে দিয়েছ। গুজরাট থেকে আমার সই চামেলী এসেছে, 'সে বলে তুমি গুজরাটে এই ছবি আমায় দেবার জন্য তার হাতে দিয়েছিলে।' কেন, তুমি চম্‌কে উঠছ যে?

কিষ। চামেলী কোথা আছে এখন? মতি আমি কিছু মাত্র বুঝতে পাচ্চিনা, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না আমি পাগল হয়েছি!

মতি। না প্রাণেশ্বর তুমি স্বপ্নও দেখ্‌চো না তুমি পাগলও হও নি, সমস্তই সত্য। কেন তুমি কি বিশ্বাস কত্তে পাচ্চনা? আর যদি চামেলী আর নয়না এখনি তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় তা হলে বুঝতে পার্‌বে ত যে আমি সত্য কথা বল্‌চি।

কিষ। হাঁ তা হলে আমার প্রাণ কতকটা স্থির হবে।

মতি। কিন্তু একটি কথা আছে।

কিষ। কি বল।

মতি। তারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পায়। যদি তাদের প্রতি কোন অত্যাচার না কর, তা হলে তারা আস্‌তে পারে।

কিষ। আচ্ছা আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি কোন অত্যাচার কর্‌বো না।

মতি। ভাল আমিও ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

( মতিয়ার প্রস্থান )

কিষ। (স্বগতঃ) তবেত চামেলী, মতিয়ার কাছে সমস্ত কথাই বল্‌বে। ছি, ছি, কি লজ্জার কথা। মতিয়া তা হ'লে ত আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে।

( চামেলী বেশে মতিয়া ও নয়না বেশে মথুরের প্রবেশ )

চা। যুবরাজ, আমাদের ক্ষমা করবেন। মতিয়া আমার সতী। তার বিশেষ অনুরোধে পড়েই আমাদের চলে আস্‌তে হয়েছে।

ন। আজ্ঞে হাঁ যুবরাজ বড় তাড়াতাড়ি আসার জন্য আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করে আস্‌তে পারিনি।

কি। চামেলী, নয়না, তোমরা আমায় বাঁচাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করবার পাত্র নই। তোমরা আমায় ক্ষমা কর। মতিয়া যেন কিছু না জান্‌তে পারে।

চা। সে কি যুবরাজ, ও কি কথা আপনি বলেন? মতিয়ার সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়েছে যখন, তখন আমরা কি আর কোন কথা প্রকাশ করি, তবে সাধ করে ছবি খানি আঁকিয়ে ছিলুম তাই প্রিয় সখী মতিয়াকে উপহার দিয়েছি।

ন। সত্যিই তাই প্রিয়সখী মতিয়াকে উপহার দিয়েছি। এ সমস্ত কথা কি প্রকাশ করা যায়?

(নয়নার প্রস্থান)

কি। চামেলী তবে তুমি আমার আর একটী উপরোধ রক্ষা কর এ ছবি খানি তুমি নিয়ে যাও।

চা। আচ্ছা তাই হবে। তবে আমি মতিয়ার কাছে যাই।

(চামেলীর প্রস্থান)

কি। কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমারী মতিয়া যদি একথা জান্‌তে পারে তাহ'লে অত্যন্ত লজ্জার কথা হবে।

(মথুরের প্রবেশ)

মথু। যুবরাজ আপনি এখানে। আমি কত খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আস্‌ছি, অনুগ্রহ করে আমার সমুদয় অর্থ ফিরিয়ে দিন।

কিষ। এ কি মথুর, তোমার এ কিরূপ ব্যাভার? এটা অন্তঃপুর তা জান? এখান থেকে বাহিরে যাও।

(মতিয়ার প্রবেশ)

গীত।

মতি। ভালবেসেছি তোমায় ভুলিবনা প্রাণ গেলে॥
হেরিব-হে আঁখি মুদে যদি তুমি থাক ভুলে॥
মজায়েছ মন প্রাণ
গুণমণি হৃদয় রতন,
এঁকেছি এ হৃদিমাঝে
ও ছবি করি যতন,
ভাবিতে হে দিবানিশি রেখেছি যতনে তুলে॥

কিষ। (সক্রোধে) একি মতিয়া, এ কি ব্যবহার তোমার ? একজন অপরিচিত লোকের কাছে তোমার এ গান কি সঙ্গত হ'ল ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোমার ব্যবহারে ধিক্। আর মথুর তোমাকেও ধিক্ ! তুমি নৃত্য করলে ! তোমার কি লজ্জা নাই। যাও মতিয়া আর আমি তোমার মুখ দর্শন কত্তে চাইনা। যাও মথুর তোমার সমস্ত অর্থ আছে নাওগে আমি যাই আর পৃথিবীতে কারুর সঙ্গে দেখা করব না।

(প্রস্থানোদ্যত)

মথু। শুনুন্ যুবরাজ, একটী কথা শুনুন্, স্থির হ'ন্ রাগ কর্ব্বেন না। এই যে মতিয়াকে দেখ্ছেন, ইনিই চামেলী।

মতি। আর প্রাণেশ্বর এই যে মথুরকে দেখেছ, ইনিই সেই নয়না দাসী।

কিষ। সত্যই কি তাই মতিয়া ?

মতি। সত্যই তাই প্রাণেশ্বর ! যে দিন প্রাণের উদ্বেগে তুমি অযোধ্যা ছেড়ে চ'লে গেলে, সেই দিনই মথুরের পরামর্শে, তোমায় পাবার আশায়, আমি রাজ্য ছেড়ে গুজরাটে গেলুম্। মথুরের বুদ্ধিতেই তোমায় পেলুম্। মথুর আমার বিপদের সহায় ; মথুর না থাক্‌লে কি সিন্ধুরাজ্য রক্ষা হ'ত ? মথুর না থাক্‌লে কি তোমায় পেতুম্ ? এখনও কি মথুরের কাছে আমায় লজ্জা করতে বলেন যুবরাজ ?

কিষ। সে কি মতিয়া ? সে কি মথুর ? তোমাদের এত কাণ্ড ! তোমরাই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছ ?

মথু। আজ্ঞা হাঁ যুবরাজ, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমায় ক্ষমা করবেন।

কিষ। ওঃ, আমারও তাই যেন সন্দেহ হ'য়েছেল। তা ভালই হ'য়েছে। আমি চামেলীকেও ভালবাসি মতিয়াকেও ভাল-বাসি। আমি মথুরের গুণেও বশীভূত নয়নার গুণেও বশীভূত। তোমরা খানিক চামেলী আর নয়না হ'ও, খানিক মথুর আর মতিয়া হ'ও।

মথু। খুব ভাল কথা যুবরাজ, কিন্তু আমার ধন রত্ন গুলো যদি দয়া ক'রে ফিরিয়ে দেন। না হ'লে গরীব লোক মারা যাব যে যুবরাজ।

কিষ। আর কেন যন্ত্রণা দাও মথুর? আচ্ছা যদি সে সমস্ত তোমার হয় তুমি নাও।

মথু। আজ্ঞে তবে থাক যুবরাজ। কিন্তু আপনাকে যে মতিয়ার পরিণয়ে আবদ্ধ কত্তে পেরেছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; এইতেই আমি যথেষ্ট ধন রত্ন পেয়েছি।

কিষ। তবে তোমরা একবার চামেলী আর নয়না বেশে এস।

মতি। আচ্ছা। এস মথুর।

(মতিয়া ও মথুরের প্রস্থান)

কিষ। (স্বগতঃ) আঃ একটা মস্ত প্রাণের জ্বালা নিভ্‌ল। বুদ্ধিমান্ মথুর না থাক্‌লে কি যে একটা কাণ্ড ঘট্‌তো তা বিধাতাই জানেন।

(প্রস্থান।)

# সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—০—

অযোধ্যা।

—০—

নৃত্যশালা।

(প্রতাপসিংহ ও চন্দ্রশেখরেরর প্রবেশ।)

চন্দ্র। এই দেখুন মহারাজ, আপনার স্বপ্নের ফল এতদিনে ফলেছে; এই নিন্ আপনার পুত্র, আর এই নিন্ আপনার পুত্রবধু।

(মতিয়া ও কিষণলালের প্রবেশ।)

প্রতা। মন্ত্রিবর, আপনার বুদ্ধিবলে আমার সমস্ত মঙ্গল ঘটেছে। এই দারুণ দুর্ঘটনা হ'তে আমি আপনার বুদ্ধিবলেই ত্রাণ পেয়েছি। (মতিয়া ও কিষণলালের দিকে ফিরিয়া) আশীর্ব্বাদ করি যেন ভগবান তোমাদের সুখে রাখেন। যেন জীবনে বিপদের হাতে না পড়্‌তে হয়। মন্ত্রিবর আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো, আপনি একটা নিরীহ রাজবংশকে রক্ষা করেছেন, ভগবান্ আপনার মঙ্গল বিধান কর্‌বেন।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ অম্বু ও জম্বুকে লইয়া মথুরের প্রবেশ।)

মথু। মহারাজ এ আনন্দের দিনে এইই আমার উপহার।

মহা। এরা কারা?

মথু। আজ্ঞে গুজরাটে এরাই যুবরাজের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিল।

প্রতা। মথুর তোমার গুণে অযোধ্যারাজসংসার আবদ্ধ রইল। তোমার ঋণ পরিশোধ কর্‌বার নয়। দাও আজ আমার বড় আনন্দের দিন, এ শুভদিনে ওদের ক্ষমা কর, নিষ্কৃতি দাও।

(উভয়কে লইয়া মথুরের প্রস্থান ও একাকী পুনঃ প্রবেশ।)

মথু। মহারাজ আমার পারিতোষিকের বিষয়ে—

প্রতা। তুমি, তুমি মথুর উপযুক্ত পুরস্কার পাবার উপযুক্ত পাত্র এই নাও, (হীরকাঙ্গুরীয়ক প্রদান) মন্ত্রিবর কোষাধ্যক্ষকে ব'লে মথুরের জীবনে, মথুরের বংশধরগণের জীবনে, যাতে কেউ অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করে দিন।

মথু। জয় হোক মহারাজের। আর এই দেখুন মহারাজ, রাণীমা আমায় মতির মালা দিয়েছেন। এইটী না পেলে আমার গৃহিণীর হাতে প্রাণটী যেত।

জয় মহারাজ অযোধ্যাধিপতির জয়। জয় মহারাণীর জয়। জয় যুবরাজ কিষণলালের জয়। জয় যুবরাজ পত্নীর জয়।

(প্রতাপসিংহ ও চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।)

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।— মিলেছে ভাল দুজনে।
রূপ হেরি লাজ পায় রতি মদনে

হেরিয়ে শশী
সুধা পিয়াসী
চকোরীর মন,
হ'য়েছে খুসী
মধুর হাসি(তে)
ভরেছে বদন ;
দেখে দোঁহে, দোঁহারে হরষিত মনে ॥

---

যবনিকা পতন।

---

সমাপ্ত।